আল্লাহ ওয়ালাদের মকবূল

মুনাজাত ও তারানা

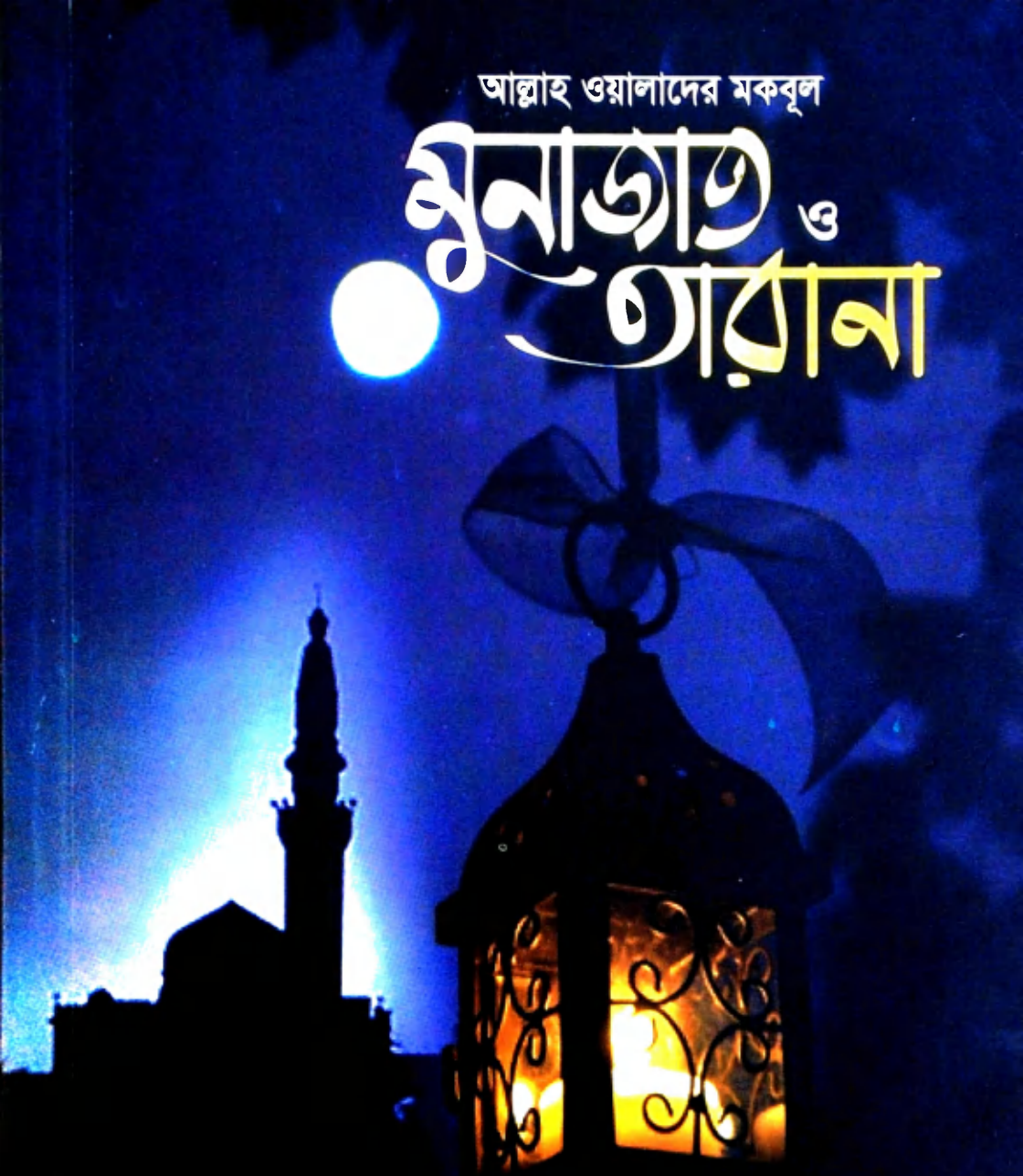

সংকলন ও অনুবাদ

মাও. ইবরাহীম সেনবাগী

তাকমীল ও ইফতা দারুল উলূম হাটহাজারী

আল্লাহ ওয়ালাদের

মকবূল মুনাজাত

ও

তারানা

https://t.me/islaMic_fdf

সংকলন ও অনুবাদ

মাও. ইবরাহীম সেনবাগী

তাকমীল ও ইফতা, দারুল উলূম হাটহাজারী

আলহামদুলিল্লাহ উক্ত মুনাজাত ও তারানাগুলো এখন অনুবাদকের কণ্ঠের অডিও-বিডিও পাওয়া যাচ্ছে। মুনাজাতগুলো শুনতে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্কাইব করুন–

You Tub. Al Islah Media
F. Al Islah Media
www.alislahmedia@gmail.com

প্রকাশনায়

মাকতাবায়ে ইকরা

সেনবাগ, নোয়াখালী।

মোবাইল : ০১৭৯৪৭২৪৪৯৮

সংকলন ও অনুবাদ
মাওলানা ইবরাহীম সেনবাগী
মোবাইল : ০১৭৯৪৭২৪৪৯৮

সম্পাদনায়
মাওলানা শাহেদুর রহমান সন্দীপি
বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক

সহযোগিতায়
মাওলানা সাইফুল ইসলাম নারায়নগঞ্জি

সর্বস্বত্ব
সংকলক ও অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ
রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি.
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সফর ১৪৪০ হি.
চতুর্থ মুদ্রণ
সফর ১৪৪৭ হি.

হাদিয়া : ১৩০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

প্রাপ্তিস্থান
মাকতাবাতুর রশীদ ও রশীদিয়া স্টেশনারি
রশীদিয়া মার্কেট, ফেনী
ইকরা লাইব্রেরি বড় মসজিদ মার্কেট, ফেনী
আজিজিয়া লাইব্রেরি কোট মসজিদ মার্কেট, ফেনী

সূচিপত্র

১) মুনাজাতে আকাবের ৮
২) মুনাজাতে আল্লামা বূছীরী রহ. ৯
৩) কসিদায়ে হাকিম সনায়ী রহ. ১১
৪) মুনাজাতে হযরত কাসেম নানূতুবী রহ. ১৩
৫) মুনাজাতে হযরত মুফতীয়ে আযম ফয়যুল্লাহ রহ. ১৪
৬) মুনাজাতে হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. ১৬
৭) মুনাজাতে হযরত শেখ সাদী রহ. ১৮
৮) মুনাজাতে হযরত মুফতী আযিযুল হক রহ. ১৯
৯) মছনবীয়ে আল্লামা জামী রহ. ২১
১০) এ দোয়া সবসময় করা চাই, আল্লামা রূমি রহ. ২৪
১১) মুনাজাতে হযরত যুল ফিকার আহমদ ২৫
১২) মুনাজাতে হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. ২৬
১৩) ইলহা ও গেরইয়াযারী, আল্লামা হালী রহ. ২৭
১৪) তারানায়ে আল্লামা ইকবাল রহ. ২৯
১৫) দোয়া আল্লামা ইকবাল রহ. ৩০
১৬) শানে উলামা ও তুলাবা আল্লামা যামাখশরী রহ. ৩১
১৭) হামদে বারী তাআলা. ৩২
১৮) বাচ্চে কী দোআ, আল্লামা ইকবাল রহ. ৩৪
১৯) না'তে রসূলে পাক সা., কারী তয়্যিব রহ. ৩৫
২০) ইযহারে তামান্না, মুফতী আযিযুল হক রহ. ৩৬
২১) তাসকীনে জিগার, আল্লামা আবু তাহের নদবী (দা.বা.) ৩৭
২২) না'তে সরকারে আলম সা., আল্লামা আইয়ূব রহ. ৩৯
২৩) আয়ে হাদিয়ে আলম সা. ৪০
২৪) খতমে রসূল সা. ৪১
২৫) ফয়যানে মদীনা, হাকীম মুহা. আখতার রহ. ৪১
২৬) লয্যতে জিকরে নামে খোদা, হাকিম মুহা. আখতার রহ. ৪৩
২৭) রওযায়ে আতহার, আল্লামা মূসা খতীবী রহ. ৪৪
২৮) হাম নগমায়ে কুরআনী ৪৫
২৯) উলামা ও তুলাবাদের মর্যাদা আল্লামা যামাখশরী রহ. ৪৬
৩০) শাওয়াহেদে কুদরত হযরত মাহমুদ হাসান গাংগুহী রহ. ৪৭
৩১) দুনিয়া কে আয়ে মুসাফির ৫৩
৩২) মুনাজাতে আল্লামা মুফতি তকি উসমানী দা.বা. ৫৩
৩৩) হেফাজতে ইসলামের সৈনিকরা, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী ৫৬
৩৪) তারানায়ে দারুল উলূম হাটহাজারী, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী ৫৮
৩৫) তারানায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ৬২
৩৬) মাসনূন দো'আসমূহ ৬৭

আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর
মহাপরিচালক ও শাইখুল হাদীস, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
বাংলাদেশের চেয়ারম্যান,
শাইখুল ইসলাম **আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী দা. বা.** এর মূল্যবান

দোআ ও অভিমত

মহান রব্বুল আলামীন বৈচিত্রময় এ বসুন্ধরায় যুগে যুগে মহামনীষীদের আগমন ঘটিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। মানবতার জন্য তাদের বিবেক ও আদর্শে, চিন্তা ও চেতনায় সুপ্ত রেখেছেন জীবন পথের অমূল্য পাথেয়, তাদের ইবাদত-বন্দেগী, রোনাযারী, আল্লাহভীতি ও তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লা আমাদের জন্য পথ-নির্দেশিকা।

স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা ইবরাহীম নোয়াখালী সেই আকাবেরদের আল্লাহভীতি ও তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লা সম্বলিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুনাজাত এবং তারানাগুলি কিছু-কিছু বাংলা অনুবাদসহ একত্রিত করে **"আল্লাহ ওয়ালাদের মকবুল মোনাজাত এবং তারানা নামে** প্রকাশ করতে যাচ্ছে শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যামানায় আল্লাহ ওয়ালাদের আল্লাহভীতিমাখা ওসব মুনাজাত প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাই সকলের কাছে আবেদন এই যে, সবাই যেন আল্লাহওয়ালাদের আল্লাহভীতি সম্বলিত মুনাজাতগুলো নিজের কাছে সংরক্ষণ রাখেন। অবশেষে লেখকের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন তার এই মেহনতকে কবুল করেন এবং তা থেকে সকলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন।

আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী (দা.বা.)
মহাপরিচালক আল জামিয়াতুল আহলিয়া
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার সহযোগী পরিচালক
বিদগ্ধ হাদীস বিশারদ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর মহাসচিব-

আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা. এর

দোআ ও অভিমত

মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে এই ধরাপৃষ্ঠে এমন কিছু মহান বুজুর্গ ও আল্লাহওয়ালাদের আগমন ঘটিয়ে তার সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করেছেন মানবতার জন্য তাঁদের আদর্শ, চিন্তা ও চেতনায় সুপ্ত রেখেছেন জীবনপথের অমূল্য পাথেয়, তাঁদের ইবাদত, বন্দেগী, রোনাজারী আল্লাহভীতি, তা'আল্লুক, মা'আল্লাহ্ আমাদের জন্য পথ নির্দেশিকা।

স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা ইবরাহীম সেনবাগী সেই বুজুর্গদের আল্লহ্‌ভীতি ও তা'আল্লুক, মাআল্লাহ সম্বলিত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুনাজাত ও তারানাগুলি কিছু কিছু অনুবাদ সহ একত্রিত করে, আল্লাহওয়ালাদের মকবূল মুনাজাত ও তারানা নামে কয়েকবার প্রকাশ করেছে। আমি মুনাজাত ও তারানাগুলিতে এক নজর দেখেছি, মাশাআল্লাহ বুজুর্গদের অনেকখানি মুনাজাত ও তারানা একত্র করা হয়েছে, যা পড়ে আমি অনেক পুলকিত হয়েছি।

সকল পাঠকের নিকট আরজ রইল সবাই যেন তা নিজের কাছে সংরক্ষণে রাখেন।

পরিশেষে সংকলকের জন্য দু'আ করি, আল্লহ্ তা'আলা যেন তাঁর এই মেহনতকে কবূল করেন এবং লিখনির মাধ্যমে দ্বীনের আরো খেদমত করার তৌফিক দান করেন। –আমীন।

মুহাম্মদ জুনায়েদ
২৮/১২/১৮

আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা.
শায়খুল হাদীস
দারুল উলূম হাটহাজারী।

প্রথম সংস্করণের অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদেরকে সুন্দর অবয়ব, আকার-আকৃতি, অবকাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব বলে ঘোষণা করেছেন। লাখো কোটি দরূদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর প্রতি।

১৪৩১ হি. সন, আমরা জামাতে শরহে জামী পড়ি। একদা উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব দা. বা. আমাকে নির্দেশ করলেন যে, হযরতওয়ালা দা. বা. (প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জামেয়া রশিদিয়া ফেনী) এর বয়ানের মধ্যে পঠিত اشعار গুলো যেন একত্রিত করি। তখন আমি বিভিন্ন কিতাবাদি থেকে সংগ্রহ করে হযরতের কিছু اشعار একত্রিত করলাম প্রায় ৪ বৎসরে, ইনশাআল্লাহ উস্তাযে মুহতারামের নযরে ছানির পর হযরতের অনুমতি নিয়ে তা প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে।

বিভিন্ন কিতাবাদি তালাশ করার সময় বুযুর্গদের কিছু মুনাজাত ও তারানা চোখে পড়ত সেগুলোও সংগ্রহ করে রাখতাম। এভাবে অনেকগুলো মুনাজাত ও তারানা একত্রিত হয়ে গেল ;তাই কয়েকজন দোস্ত-আহবাব পরামর্শ দিলেন যে, এই মুনাজাতগুলো কিছু বাংলা অনুবাদ করে যদি ছাপা হয় তাহলে সকলে উপকৃত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বুযুর্গদের এই মুনাজাতগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে। বিভিন্ন কিতাব থেকে তালাশ করে নিজের সংরক্ষণে রাখবে তা সম্ভব হয়না। এই সব বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করে কিছু মুনাজাত এবং তারানার অনুবাদ করে **"আল্লাহ ওয়ালাদের মকবূল মুনাজাত ও তারানা"** নামে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। যদি তা কোন আহলে দিলের কাজে আসে তাহলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে।

অবশেষে অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি ঐ সকল সাথী ভাইদের যারা আমাকে এই কিতাব লিখার সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে ভাই মো. সাইফুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জিকে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে লেখাগুলো কম্পোজ করে দিয়েছেন এবং ভাই মো. ওমর ফারুক ফেনবী ও মো. শাহেদুর রহমান সন্দীপিকে যারা অনেক কষ্ট করে বাংলা লেখাগুলো সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

মানুষ বলতেই ভুল। আমার কাঁচা কলমে যে ভুল হবে না এমন নয়। তাই সকলের কাছে আকুল আবেদন এই যে, যদি কারো এই কিতাবে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তা আমাদের জানিয়ে উপকৃত করবেন।

অবশেষে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন রইল, আল্লাহ তায়ালা যেন হযরত ওয়ালা দা. বা. এর اشعار গুলো সুষ্ঠভাবে সকলের সামনে পেশ করার তৌফিক প্রদান করেন এবং এই কিতাবের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করেন এবং তা আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা

আল্লাহ ওয়ালাদের মকবূল মুনাজাতের তৃতীয় সংস্করণ এখন পাঠকের হাতে "আলহামদুলিল্লাহ" আল্লাহ তাআ'লার অশেষ মেহের বাণীতে এক মাস যেতে নাযেতেই দ্বিতীয় সংস্করণের সব সংখ্যা শেষ হয়ে যায়। প্রিয় পাঠকদের ব্যপক চাহিদা ও দাবির প্রেক্ষিতে তৃতীয় সংস্করণে এবং রীতিমত আরো কিছু প্রশিদ্ধ মোনাজাত ও তারানা সংযোজন করি।

ইতি মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণটি উস্তাযে মোহতারাম শায়খুল হাদিস হযরত মাওঃ হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী (দা:বা:) এর সমীপে পেশ করি, হযরতের রচিত তারানা **"তারানায়ে দারুলউলুম হাটহাজারী"** সংযুক্ত আছে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং পুরো কিতাবটি এক নজর দেখলেন (কিছু কিছু আকাবেরদের মুনাজাত পড়ে আবেগী হয়ে ক্রন্দনও করলেন) এবং হুজুর আমাকে কিছু মুল্যবান পরামর্শও দিলেন এবং হুজুরের তারানাটির মধ্যে আরো কিছু পঙক্তি সংযোজন করতে বললেন। পরিশেষে হুজুর অনেক আবেগের সাথে আমাকে বললেন বর্তমানে হুজুরের লিখিত সাড়া জাগানো গজল বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টিকারী সংঘঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলা দেশের ইমানদ্বীপ্ত নওজওয়ানদেরকে নিয়ে লিখিত **"জাওয়ানানে হেফাজতে ইসলাম ছে"** গজলটি তৃতীয় সংস্করণে সংযোজন করার ইঙ্গিত করলেন।

সে পরিপ্রেক্ষিতে হুজুরের সাড়া জাগানো গজলটি এবং সাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি (দা:বা:) এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুনাজাতটিসহ বেশ কিছু মুনাজাত ও তারানা সংযোজনের প্রায়াস পাই।

আল্লাহ তাআ'লা এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। ও তা আমাদের জন্য নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

নিবেদক

মো. ইবরাহীম, গ্রাম: লুধুয়া
থানা: সেনবাগ, জেলা: নোয়াখালী

মুনাজাতে আকাবের[১]

خُذْ بِلُطْفِكَ يَا إِلٰهِيْ مَنْ لَّه زَادٌ قَلِيْلٌ ۞ مُفْلِسًا بِالصِّدْقِ يَأْتِيْ عِنْدَ بَابِكَ يَا جَلِيْلُ

হে আমার প্রভু, পাথেয়শূন্য আপনার বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন।
হে মহামহিম মালিক, নিতান্তই খালি হাতে সে আপনার দুয়ারে হাযির হয়েছে।

ذَنْبُه ذَنْبٌ عَظِيْمٌ فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ ۞ اِنَّه شَخْصٌ غَرِيْبٌ مُذْنِبٌ عَبْدٌ ذَلِيْلُ

সে তো মহাপাপীষ্ঠ দুর্বল অসহায় গুনাহগার অখ্যাত বান্দা,
তাই আপনি তার এই পাপরাশি মার্জনা করুন।

مِنْهُ عِصْيَانٌ وَّ نِسْيَانٌ وَّ سَهْوٌ بَعْدَ سَهْوٍ ۞ مِنْكَ إِحْسَانٌ وَّ فَضْلٌ بَعْدَ إِعْطَاءٍ جَلِيْلِ

তার পক্ষ থেকে নাফরমানী, অবাধ্যতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অনবরত প্রকাশ পেয়েছে,
অপরদিকে মাওলা আপনার পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়েছে সীমাহীন দয়া ও
অনুগ্রহের হাওয়া।

طَالَ يَا رَبِّيْ ذُنُوْبِيْ مِثْلَ رَمْلٍ لَا تُعَدُ ۞ فَاعْفُ عَنِّيْ كُلَّ ذَنْبٍ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ

হে প্রভু! মরুভূমির বালির মত অসংখ্য গুনাহে আমার আমলনামার পরিধি অনেক দীর্ঘ,
সুতরাং আমার সব গুনাহ মাফ করে দিয়ে আমাকে পরিশোধিত করে দিন।

كَيْفَ حَالِيْ يَا إِلٰهِيْ لَيْسَ لِيْ خَيْرُ الْعَمَلْ ۞ سُوْءُ أَعْمَالِيْ كَثِيْرٌ زَادُ طَاعَتِيْ قَلِيْلُ

হে প্রভু, আমার কোন নেক আমল নেই বললেই চলে,
উপরন্ত নাফরমানী অনেক করেছি সুতরাং এখন আমার কী যে উপায় হবে!

عَافِنِيْ عَنْ كُلِّ دَاءٍ وَ اقْضِ عَنِّيْ حَاجَتِيْ ۞ إِنَّ لِيْ قَلْبًا سَقِيْمًا أَنْتَ تَشْفِيْ لِلْعَلِيْلِ

সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে আমাকে আরোগ্য দান করুন। আমার সব ধরনের প্রয়োজন
পূর্ণ করুন।
আমার হৃদয়টা ব্যাধিগ্রস্ত আর আপনি তো ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়কে ব্যাধিমুক্ত করে থাকেন।

أَنْتَ شَافِيْ أَنْتَ كَافِيْ فِيْ مُهِمَّاتِ الْأُمُوْرِ ۞ أَنْتَ رَبِّيْ أَنْتَ حَسْبِيْ أَنْتَ لِيْ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

আমার সর্ববিষয়ে আপনিই যথেষ্ট ও সমাধানকারী।
আপনিই আমার মহান প্রতিপালক, উত্তম অভিভাবক, আপনিই আমার সব।

رَبِّ هَبْ لِيْ كَنْزَ فَضْلٍ أَنْتَ وَهَّابٌ كَرِيْمٌ ۞ فَأَعْطِنِيْ مَا فِيْ ضَمِيْرِيْ دُلَّنِيْ خَيْرَ الدَّلِيْلُ

---

[১] প্রসিদ্ধ মুনাজাতটি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর রচনা বলে অনেকে মনে করেন তবে তা আবু বকর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। (কিন্তুআবু বকর (রাঃ) কর্তৃক মুনাজাত মনে না করে একটি সাধারণ মুনাজাত হিসেবে কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারবে) ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৯০

হে প্রভু আমার, আপনি তো সীমাহীন দাতা ও দয়ালু। সুতরাং আপনার অনুগ্রহের খাযানা আমার জন্য খুলে দিন।

আমার মনের সব আশা আকাঙখা আপনি পূর্ণ করুন এবং একজন উত্তম রাহবারের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন।

قُلْ لِّنَارٍ أَبْرِدِيْ يَا رَبِّ فِيْ حَقِّيْ كَمَا ۞ قُلْتَ قُلْنَا نَارُ كُوْنِيْ أَنْتَ فِيْ حَقِّ الْخَلِيْلِ

হে পরওয়ারদিগার, আপনি যেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডকে আরামদায়ক শীতল হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে আমার জন্য প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের আগুনকেও আরামদায়ক শীতল হতে নির্দেশ দিন।

هَبْ لَنَا مُلْكًا كَبِيْرًا نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ ۞ رَبَّنَا إِذْ أَنْتَ قَاضٍ وَّ الْمُنَادِيْ جَبْرَئِيْلُ

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এক সুবিশাল রাজ্য দান করুন। এবং যে দিবসে আপনি বিচারক হবেন আর হযরত জিবরাঈল (আ.) আহবায়ক হবে সে দিবসের দিন আমাদেরকে নাজাত দান করুন যা থেকে আমরা আশ্রয় চাই।

أَيْنَ مُوْسٰي أَيْنَ عِيْسٰي أَيْنَ يَحْيٰي أَيْنَ نُوْحٌ ۞ أَيْنَ يَا صِدِّيْقُ عَاصٍ تُبْ إِلَي الْمَوْلَي الْجَلِيْلُ

কোথায় হযরত মুসা, ঈসা, ইয়াহইয়া, নূহ, (আ.) এর মর্যদা। আর কোথায় তোমার অবস্থান হে পাপিষ্ট ছিদ্দিক। সুতরাং তুমি এখন তোমার মহান মাওলার দরবারে তওবা কর।

من المخطوطات

মুনাজাতে[২]

আল্লামা বূছীরী (রঃ)

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ أَلُوْذُ بِهِ ۞ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

সৃষ্টির সেরা দয়াশীল ওগো তুমি ছাড়া আর কেহ নেই মোর ,
যার উছিলায় আমি আশ্রয় নেব আসিয়া পড়িলে দুর্গতি ঘোর।

وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِيْ ۞ إِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰي بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

আমার জন্য হে রসূল কভু মর্যাদা তব খাটো নাহি হবে

---

[২] তা আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট সবচেয়ে প্রসিদ্ধ একটি মুনাজাত যার রচয়িতা হলেন, ইমাম শরফুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-বূছীরী (র.) তিনি শুপ্রসিদ্ধ ক্বাছীদাতুল বুরদাহ এর রচয়িতা, ১২১২খৃ. ৬০৮ হিজরীতে মিশরের দালাছ নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন, আর ১২৯৬খৃ. ৬৯৬ হিজরী সনে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন, তিনি ঐ যুগের সবচেয়ে বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর এই ক্বাছীদা ও মুনাজাতের ব্যাপারে অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যা আমরা মূল কিতাবে দেখে নিতে পারি। (তথ্য সূত্র বাংলা ক্বাছীদাতুল বুরদাহ পৃষ্ঠা-৯)

দাও দাতার নামে দয়াময় আত্মপ্রকাশ করিবেন যবে।

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا ۞ وَ مِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ

ইহকাল আর পরকাল ওগো সন্দেহ নাই তোমারই তো দান
লাওহের জ্ঞান কলমের জ্ঞান নিশ্চিতরূপে তোমারই তো জ্ঞান।

يَا نَفْسِ لَا تَقْنُطِيْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ ۞ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

হে আমার হৃদয়, নিরাশ হয়ো না পদস্খলন হইলেও বড়
নিশ্চয়ই যেন বড় বড় পাপ ক্ষমায় তাহার নগণ্যতর

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا ۞ تَأْتِيْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقَسَمِ

বিতরণ যারে করিবেন প্রভু আমার অসীম করুণা তাঁহার
আশা করি তাহা সকলেই পাব পাপ অনুসারে ভাগে যার যার।

يَا رَبِّ فَاجْعَلْ رَجَائِيْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ ۞ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْ حِسَابِيْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

উলটে না যায় বাসনা আমার দরবারে তব হে আমার প্রভু!
হিসাব আমার সঠিক রাখিও ছেদ যেন তাতে নাহি হয় কভু।

وَ الْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَه ۞ صَبْرُ الَّتِيْ تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

করুণা করিও হে আমার প্রভু, উভয় জাহানে তব বান্দারে
দৃঢ়তা তাহার ভাঙিয়া যে পড়ে ভয়ের বস্তু ডাক দিলে তারে।

وَاْذَنْ لِسَحْبِ صَلٰوةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ ۞ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍّ وَّ مُنْسَجِمِ

নির্দেশ দাও হে আমার প্রভু, করুণারাশির ঘন জলধরে
অবিরাম যেন নবীজির পরে রহমত বারি বর্ষণ করে।

وَ الْاٰلِ وَ الصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ ۞ أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَ الْحِلْمِ وَ الْكَرَمِ

পায় যেন তাহা বংশের লোক সাহাবীবৃন্দ তাবিঈরা তাঁর,
ছিলেন যাঁহারা তাক্ওয়ায় ভরা পূত-পবিত্র সুশীল উদার।

مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبَا ۞ وَ أَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِيْ الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ

বানের শাখায় পুবালি বাতাস দোলা দিয়ে যাবে যত দিন ধরে,
গানে আর সুরে রাখিবে চালক উটগুলো তার মতোয়ারা করে

مَوْلَايَ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ۞ عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

প্রভু অবিরাম যেন নবীজির পরে শান্তি ও রহমত বারি বর্ষণ করে
সর্বকালের সেরা মানব তোমার দোস্ত হাবিবের তরে।

من قصيدة بردة

মুনাজাতে
হাকীম সনায়ী (রহ.)[৩]

(ماخوذ از علم الکلام لادریس کاندھلویؒ)

(۱) ملکا ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی ❁ نروم من بجز آں راہ کہ تو راہ نمائی

মুখে জপি প্রভু তাসবীহ তোমার তুমি যে অতি পাক সত্তা,
চিরকাল আঁকড়ে থাকব সে পথ যার প্রদর্শক স্বয়ং তুমি।

(۲) ہمہ درگاہ تو جویم ہمہ درگاہ تو پویم ❁ ہمہ توحید تو گویم کہ بتوحید سزائی

আমি খুঁজে ফিরি শুধু তব দরবার মিনতি জানাই শুধু তোমার কাছে,
একত্বের কথা ঘোষণা করছি আমি, তুমিই তো একত্বের একমাত্র উপযোগী।

(۳) تو خداوند یمینی تو خداوند یساری ❁ تو خداوند زمینی تو خداوند سمائی

ডানদিকেরও প্রভু তুমি বামদিকেরও প্রভু তুমি
আসমানেরও প্রভু তুমি, জমীনেরও প্রভু তুমি ।

(۴) تو زن و جفت نجوئی تو خور و خفت نخوائی ❁ احد اے بے زن و جفتی ملکا کام روائی

নেই প্রয়োজন পত্নী তোমার, না প্রয়োজন খাওয়া ঘুমের,
তুমিই শুধু পত্নী বিহীন সব কাজেরই সমাধানদাতা ।

(۵) نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت ❁ تو جلیل الجبروتی تو امیر الامرائی

নেই প্রয়োজন সন্তানাদির, নাহি সাজে তা তোমার শানে,
প্রতাপশালী সত্তা তুমি সব রাজাদের রাজা।

(۶) تو کریمی تو رحیمی تو سمیعی تو بصیری ❁ تو معزّی تو مذلّی ملک العرش بجائی

করুণাময় ওগো দয়ালু খোদা তুমি সর্বশ্রোতা দৃষ্টিমান,
মান অপমানের মালিক তুমি আরশের মালিক কৃপাময়।

---

[৩] তাঁর পুরো নাম আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ী তবে হাকীম সানায়ী (রহ.) নামে প্রসিদ্ধ তিনি আনুমানিক ৪৭৩হি. ১০৮০ মোতাবেক আফগানিস্তানের গজনী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের ফার্সি কবি এবং উচ্চ পর্যায়ের সূফি ছিলেন, ৬ষ্ঠ শতকে এ.এইছ নামক স্থানে তিনি বসবাস করেন এবং ৫৫৪-৫৪৫হি. ১১৩১-১১৪১ মোতাবেক গজনীতে ইন্তেকাল করেন।

(۷) ہمہ راعیب تو پوشی ہمہ راعیب بتو دانی ۞ ہمہ را رزق رسانی ہمہ را جود و عطائی

মোর দোষকে জেনে তুমি রাখ তা গোপন,
মোদের রিযিক অসীম কৃপায় করছ বিতরণ।

(۸) نہ بدے خلق تو بودی نہ بود خلق تو باشی ۞ نہ تو خیزی نہ نشینی نہ تو کاہی نہ فزائی

সৃষ্টির যখন অস্তিত্ব ছিলনা তখনও তুমি বিদ্যমান ছিলে,
সৃষ্টি যখন ধ্বংস হব তখনও তুমি বহাল থাকবে,
চলাফেরা কমতি-বৃদ্ধি সবকিছুরই ঊর্ধ্বে তুমি।

(۹) نہ سپہری نہ کواکب نہ بروجی نہ دقائق ۞ نہ مقامی نہ منازل نہ نشینی نہ بپائی

নহে আসমান নহে সিতারা, নহে কক্ষপথ নহে অণুকনা তুমি,
স্থান-কাল, ঘর-বাড়ি আর সব হাজতের ঊর্ধ্বে তুমি।

(۱۰) بری از چوں و چرائی بری از صورت و رنگی ۞ بری از عجز و نیازی بری از عیب و خطائی

তুমি পাক যোগ অভিযোগ আকৃতি ও রূপক থেকে,
তুমি পাক মান-অপমান আর দোষ-গুণ ত্রুটি থেকে।

(۱۱) بری از خوردن و خفتن بری از تہمت مردن ۞ بری از بیم و امیدی بری از رنج و بلائی

তুমি পাক আহার নিদ্রা আর মৃত্যুর আশংকা থেকে
তুমি পাক বিপদ আশা, চিন্তা ও দুঃখ হতে।

(۱۲) تو علیمی تو حکیمی تو خبیری تو بصیری ۞ تو نمائندۂ فضلی تو سزاوار خدائی

সর্বজ্ঞাত বিচক্ষন মহাজ্ঞানি তুমি অভিজ্ঞও দূরদৃষ্টিমান তুমি,
অনুকম্পাকারী খোদা তুমি তাই তো তুমি যোগ্য খোদায়ির।

(۱۳) نتواں وصف تو گفتن کہ تو در وصف نہ گنجی ۞ نتواں شرح تو کردن کہ تو در شرح نیائی

ঊর্ধ্বে তুমি রূপ ঝলকের যে তোমার অপরিসীম,
ব্যাখ্যা করার ঊর্ধ্বে তুমি ব্যাখ্যাকারী নেই যে ধরায়।

(۱۴) احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی ۞ لمن الملک تو گوئی کہ سزاوار خدائی

অদ্বিতীয় নিরাধার তুমি তুমিই নিরাকার,
খোদাইরই যোগ্য বিধায় তুমি বলবে এ রাজ্য আবার কার?

(۱۵) لب و دندان سنائی ہمہ توحید تو گویند ۞ مگر از آتش دوزخ بود شش زود رہائی

হাকিম সনায়ীরই উষ্ঠ দন্ত তাওহীদ তোমার বর্ণনা দেয়,
একটু যেন নাজাত সে পায় উত্তপ্ত এই অগ্নি হতে।

মুনাজাতে[৪]

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানূতুবী (রহ.)

الٰہی غرق دریائے گناہم ❁ تو می دانی وخود ہستی گواہم

প্রভুগো! আমি গুনাহের দরিয়ায় নিমজ্জিত, তুমিই আমার পাপের সাক্ষী, তুমিই অধিক জ্ঞাত।

گناہ بے عدد را بار بستم ❁ ہزاراں بار توبہ ہا شکستم

পর্বতসম পাপের বোঝা বহন করছি আমি, শত-সহস্রবার তাওবা করে আবার তাহা ভঙ্গ করেছি।

حجاب مقصدم عصیان من شد ❁ گناہم موجب حرمان من شد

মোর চলার পথে বাধা শুধু রাশি রাশি পাপ, তাই তো আমি তব কৃপা-লাভে রয়েছি বঞ্চিত।

بآں رحمت کہ وقف عام کردی ❁ جہاں را دعوت اسلام کردی

তব সর্বব্যাপী করুণার বাদল, বর্ষিত করেছে তামাম বিশ্বে ইসলামের জল।

نمی دانم چرا محروم ماندم ❁ رہیں ایں چنیں مقسوم ماندم

আমি জানি না কেন বঞ্চিত রহিলাম, এমন সৌভাগ্য হতে কেন আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম।

گدا خود را ترا سلطان چو دیدم ❁ بدرگاہ تو اے رحمن دویدم

আজ যখন তোমাকে বাদশাহ এবং নিজেকে দেউলিয়া দেখেছি, হে দয়াময় পরওয়ার্দিগার তখন আমি তোমারই দ্বারে হাতপেতেছি।

دلم از نقش باطل پاک فرما ❁ براہ خود مرا چالاک فرما

হৃদয়কে মোর কুচিন্তা হতে কর পবিত্র, আপন অনুগ্রহে মোরে মা'রেফত রাহে কর সক্রিয়।

بکش از اندرونم الفت غیر ❁ بشو از من ہوائے کعبہ ودیر

আমার হৃদয় থেকে পরের অনুরাগ দূরীভূত কর, কা'বা মন্দিরের প্রেম হতে মুক্ত আমায় কর।

درونم را بعشق خویشتن سوز ❁ بہ تیر درد خود جان ودلم دوز

আমার হৃদয়কে তোমার প্রেমে দগ্ধ কর, হৃদয় মোর তব ভালোবাসার তীর ছুড়ো।

دلم را محو یاد خویش گرداں ❁ مرا حسب مراد خویش گرداں

---

[৪] প্রসিদ্ধ এই মুনাজাতের রচয়িতা হলেন দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানুতুবী (র.), তিনি শাবান বা রমযান মাসের ১২৪৮ হিজরীতে ভারতবর্ষের নানুতা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর তারিখী নাম খুরশিদ হুছাইন, জমাদিউল উলা ১২৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (সূত্রঃ ১০০ উলামার ছাত্র জীবন পৃষ্ঠা ৪০)

আমার হৃদয়কে উজাড় করে দাও তোমার পাক স্মরণে, গড়িয়ে দাও মোর জীবন প্রদীপ তোমার মর্জি মাফিক।

اگر نالائقم قدرت تو داری ۞ که خار عیب از جانم برآری

যদি আমি যোগ্য না হই তবে তুমি তো পার, করুণাবারি বর্ষণ করে পাপরাশি মোর ধুয়ে ফেলতে।

بخوبی زیست رامبدل نمائی ۞ سیاہی را بہ بخشی روشنائی

জীবনটা মোর বিভূষিত কর গুণের ভূষণ দ্বারা, পাপের কালিমা দূর করে দাও আলোক রশ্মি দ্বারা।

گناہم را اگر دیدی نگر ہم ۞ بعفو و فضل خودائے شاہ عالم

যদি দেখ তুমি মোদের গুনাহ হে অন্তরযামী, তাকাও তুমি তোমার দয়ায় হে জগত স্বামী!

بحال عاجز بے چارہ بنگر ۞ بچشم لطف حکم تست تو بر سر

অসহায়ের প্রতি তোমার করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার হুকুম সর্বকাজে শিরোধার্য।

از مناجات مقبول

মুনাজাত[৫]

মুজাদ্দেদে মিল্লাত মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ (রহ.)

(۱) یاالٰہی رحم کن بر حال زار ایں فقیر ۞ نیست ز آفات دو عالم جز تو کس اور امجیر

হে দয়াময় খোদা চাহি আমি করুণা তোমার, বিপদ থেকে মুক্তিদাতা তুমি বিহিন নাই যে আমার।

(۲) عاجز و مسکین و نالائق ضعیف و بیکس ست ۞ روز و شب اندر میان دام نفس ست او اسیر

নিঃসঙ্গ ও দুর্বল আমি অসহায় ও কাঙ্গাল আমি, দিবা-রাত্রি নফসের ফাঁদে হর হামেশা বন্দী আমি।

(۳) جز بفضلت نے ورا ممکن رہائی زیں عدو ۞ نصرتے ایں بندۂ مسکین را کن اے نصیر

সাধ্য নাইকো মুক্তি পাবার তোমারই করুণা বিনে, মদদ কর হে মদদদাতা নিঃসঙ্গ এই বান্দার তরে ।

(۴) گر گناہانم بہ بخشی مقتضائے رحمت ست ۞ ور بگیری پس منم بیشک عقوبت راجدیر

যদি কর ক্ষমা আমায় তাও হবে দয়া তোমার, সাজা দিলে তাও পার নিশ্চয় আমি যোগ্য সাজার।

(۵) پر قصور و پر معاصی ہیچ نے دارد ہنر ۞ طاعتش بدتر ز عصیان ست بیشک ای قدیر

কেবল কসুর কেবল গুনাহ হুনর মোদের নাই বা থাকে,

[৫] সুপ্রসিদ্ধ এই মুনাজাতের রচয়িতা হলেন মুফতিয়ে আ'যম ফয়জুল্লাহ (র.) তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল গ্রামে ১৩১০ হিজরী ১৮৯২খৃ. জন্মগ্রহণ করেন, অতপর ১৩৯৭ হিজরী তথা ১৯৭৬খৃ. ৭ই অক্টোবরে ইন্তিকাল করেন। (তথ্য সূত্রঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চা, পৃষ্ঠা- ২০২)

ইবাদাতের কমতিগুলো গুনাহর চাইতে কম কিসে?

(৬)بندۂ نالائقم تو خواجۂ بندہ نواز ❁ بندہ را ہر گز نباشد جز در مولی مصیر

ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নহি কিন্তু তুমি দয়ার সাগর,
ক্ষমা কর আর নাহি কর ছাড়ব নাকো দরজা তোমার।

(৭)غفلت و سستی بود اور ابضاعت بیگماں ❁ با حضور دل نہ کرد او سجدۂ ہم بے نکیر

গাফলতি ও অলসতাই আছে শুধু সম্পদ আমার,
অন্তর দিয়ে কখনো আমি করিনাই একটি সেজদা তোমার।

(৮)چیست کارش جز کہ اکنوں دست حسرت میگزد ❁ در تغافل رفت ضائع مایۂ عمر خطیر

অনুতাপ আর পরিতাপ ছাড়া ভেবে পাইনা কী যে করি,
অমূল্য আমার হায়াতখানি অলসতায় গেল চলি।

(৯)مرغ جاں وقتیکہ خواہد زیں قفس بیروں شدن ❁ تو بدارش دراماں از مکر شیطان شریر

সময় যখন এসে যাবে প্রাণ পাখিটি উড়ে যাওয়ার,
শয়তানেরই ধোঁকা থেকে রেখ মোরে নেগাহে তোমার।

(১০)جملہ معدوم ست وحادث از زمیں تا آسماں ❁ ہم ذلیل وعاجز و ہم میّت وفانی فقیر

আসমান-জমীন চন্দ্র-সূর্য সবই হল ক্ষণস্থায়ী,
বিলিয়মান সকল কিছু নেইকো তাহার স্থিতি।

(১১)تو وجود مطلقی و باقی وحی قدیم ❁ ہم قوی و ہم غنی و ہم عزیز و ہم قدیر

চিরজীবী অনাদী তুমি চিরস্থায়ী ও কাদীম তুমি,
পরাক্রমশালী ও গনী তুমি চিরস্থায়ী ও কাদীর তুমি।

(১২)رو بسوجود آر خاکی زیں ہمہ معدوم ہا ❁ ہست مشغولی بمعدومات حرمان کبیر

খাকি তুমি দৃষ্টি ফিরাও অস্থায়ী সকল বস্তু থেকে,
নইলে তুমি মাহ্রুম হবে পরকালের সম্পদ থেকে।

(১৩)زندگی دائمی بخش ای خدا ایں بندہ را ❁ دہ نجات از موت روحانی ورا ای دستگیر

দীর্ঘজীবী কর আত্মা তাই চায় এই বান্দা তোমার,
মিথ্যে মোহের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দাও আত্মা আমার।

(১৪)خاکیٔ مسکین را باذکر تو انسے بدہ ❁ حب یادت را بگرداں قوت ایں قلب کسیر

ভালবাসা দাও হে খোদা খাকির দিলে যিকিরের তোমার,
তোমার স্মরণের প্রণয় কর ভাঙ্গা দিলের খোরাক তাহার।

(১৫) خلعت اعزاز دہ اعمال ما را از قبول ۞ ہم ز نور پاک اخلاصی کن آں را مستنیر

ছোটখাটো আমল মোদের কবুল কর দয়ায় তোমার,
ইখলাসেরই আলো দিয়ে উজ্জ্বল কর আমল আমার।

(১৬) زانکہ بے اخلاص جملہ بے فروغ وتار ہست ۞ صورتے بے جان باشد ہمچو مردہ بے نکیر

জ্যোতিহীন ও সম্পর্কহীন সকল কাজই ইখলাছ ছাড়া,
প্রাণবিহীন কায়া হবে মৃতের ন্যায় নিশ্চয় তাহা।

(১৭) زیں سیہ نامہ برحمت کن قبول ایں گریہ را ۞ زانکہ از طاعات وخیرے نیستش چیزے ظہیر

দয়া করে কবুল কর পাপাচারীর এই রোনাযারী,
ইবাদত বন্দেগী কিছু নাই যে তাহার হে সাহায্যকারী।

(১৮) پس سپردم نفس خود با جملہ احوال وامور ۞ خواہ دینی خواہ دنیاوی بتوائے دستگیر

সঁপে দিলাম আত্মা আমার সকল কাজ ও কর্মের সাথে,
দীনি হউক বা দুনিয়াবী হউক সকল কিছুই তোমার হাতে।

(১৯) نے زیاں از بحر پر امواج وسیل ہولناک ۞ کشتیم چوں ہست اندر دست ہمچوں تو نصیر

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ থেকে নাহি আছে ভীতি আমার,
তোমার মত মদদগারের হাতে যখন কিস্তি আমার।

মুনাজাত[৬]

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)

پادشاہا جرم ما را در گذار ۞ ما گنہگاریم وتو آمرزگار

হে বাদশাহ, আমাদের অপরাধ মার্জনা কর, আমরা হলাম পাপী আর তুমি ক্ষমাকারী।

تو نیکوکارے وما بد کردہ ایم ۞ جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم

তুমি ন্যায়বান আর আমরা অন্যায়কারী, অসংখ্য অগণিত অপরাধে অপরাধী।

سالہا در بندہ عصیاں گشتہ ایم ۞ آخر از کردہ پشیماں گشتہ ایم

বহুকাল ধরে পাপের আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছি,
পরিশেষে নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়েছি।

---

৬ তিনি নিশাপুরের উপকণ্ঠে বসবাস করতেন, ৫১২ হিজরীর শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন, অতপর ৬২৭ হিজরীতে আনুমানিক ১১৪ বছর বয়সে তাতারীদের হাতে শহীদ হন নিশাপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। (তথ্য সূত্র: ইসলামী বিশ্ব কোষ)

دائماد رفسق وعصیاں ماندہ ایم ❁ ہم فریں نفس شیطاں ماندہ ایم

সর্বদা নাফরমানী ও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত রয়েছি, কু-প্রবৃত্তি এবং শয়তানের সঙ্গ দিয়েছি।

روز وشب اندر معاصی بودہ ایم ❁ غافل از امر ونواہی بودہ ایم

দিবানিশি কেটেছে গুনাহের কাজে, শরিয়তের বিধি-নিষেধ নাহি জানা আছে।

بے گنہ نگذشت برما ساعتے ❁ باحضور دل نکردم طاعتے

পাপমুক্ত সময় হয়নি অতীত কখনো, একাগ্রচিত্তে ইবাদত করিনি কভু।

بردر آمد بندہ بگریختہ ❁ ابروئے خود بعصیاں ریختہ

পলাতক বান্দা তব দুয়ারে ফিরেছে আবার,
যে স্বীয় মান-সম্মান নাফরমানীতে করে সারখার।

مغفرت دارد امید از لطف تو ❁ زانکہ خود فرمودہ لاتقنطوا

তোমার করুণায় আশা রাখি ক্ষমার, হে প্রভু! শুনিয়েছ তুমি সান্তনার বাণী, তোমরা হতাশ হয়ো না কভু।

بحر الطاف تو بے پایاں بود ❁ ناامید از رحمت شیطاں بود

তোমার দয়ার অথৈই সাগর কূল কিনারাবিহীন,
তোমার দয়া থেকে হতাশ হতে পারে শুধু শয়তানে লাঈন।

نفس وشیطاں زد کریما راہ من ❁ رحمت باشد شفاعت خواہ من

হে দয়াময়! নফস-শয়তান তোমার পথে বাঁধ সেধেছে,
তোমার রহমত বিনে মোর কীইবা সম্বল আছে।

چشم دارم از گنہ پاکم کنی ❁ پیش ازاں کاندر لحد خاکم کنی

গুনাহ হতে মোরে পাক করিবে সে আশাই রাখি,
কবর-জগতে বদনখানী মোর মাটি হওয়ার আগে।

اندر آں دم کز بدن جانم بری ❁ از جہاں بانور ایمانم بری

আমার শরীর হতে যখন তুমি বের করিবে জান,
প্রাণবায়ুটি মোর বের করিয়ো নূরানি ঈমান নিয়ে।

از پند نامہ عطار

মুনাজাতে[৭]

হযরত শেখ সাদী (রহ.)

من بندہ شرمسارم تو رحم کن رحیما ❁ در فسق بے شمارم تو رحم کن رحیما

অনুতপ্ত বান্দা আমি দয়া কর আমায় হে দয়াময়,
পাপরাশিতে জর্জরিত করুণা কর হে করুণাময়।

اندر سرائے فانی کردم گناہ تو دانی ❁ درماندہ را بخانی تو رحم کن رحیما

অস্থায়ী এই সরাইখানায় করেছি শুধু গুনাহের সদাই,
এই নিঃস্ব বান্দাকে একটু কাছে ডাক দয়া কর হে দয়াময়।

شرمندہ روئے زردم جرم عظیم کردم ❁ خود را بتو سپردم تو رحم کن رحیما

রাশি রাশি পাপের লজ্জাতে মোর চেহারার রং হল যে ফ্যাকাশে,
তাই সপর্দ করেছি মোরে তোমার তরে কৃপা কর হে কৃপাময়।

غیبت دروغ گفتم غافل بے بخفتم ❁ توبہ بے شکستم تو رحم کن رحیما

প্রতারক আর কুৎসাকারী হর-হামিশা ঘুমিয়ে থাকি,
তওবা অনেক ভঙ্গ করেছি তাই মেহেরবানী কর হে মেহেরবান।

بروقت نزع جانم گویا بکن زبانم ❁ تا کلمہ را بخوانم تو رحم کن رحیما

বাক শক্তি আমার যেন থাকে প্রয়াণ কালে,
জপতে পারি পাক কালিমা তোমারি তরে।

یارب گناہ گارم پر عیب شرمسارم ❁ جز تو کسے ندارم تو رحم کن رحیما

প্রভু হে আমি ভীষণ পাপী তোমার কাছে লজ্জিত,
তুমি বিনে হাত পাতি না দয়া কর হে দয়াময়।

یارب بحق مرداں گورم فراخ گرداں ❁ از لطف تا قیامت تو رحم کن رحیما

মোর গোরকে প্রসারিত করিও উসিলায় তোমার নেক বান্দাদের,
মোর প্রতি থাকে যেন অনুগ্রহ তোমার কিয়ামত অবধি।

---

[৭] তিনি ৫৮০ হিজরী মোতাবেক ১১৮৪ ইরানের সিরাজ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন অতপর ৬৯১ হিজরীতে মোতাবেক ১২৯১ইং ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবনটা চার ভাগে বিভক্ত ছিল, তিনি ৩০ বছর শিক্ষা ভ্রমণ করেন, (শিক্ষা সফর) ৩০ বছর লেখা-লেখি, ৩০ বছর তাছাউফ অর্জনে নিয়োজিত হন এবং শায়েখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) থেকে খেলাফত লাভে ধন্য হন। (সূত্রঃ ১০০ উলামার ছাত্র জীবন-২৬)

در گورچوں بمانم تنہا چوں بیکسانم ❁ ہر دم ترا بخوانم تو رحم کن رحیما

থাকব যখন গোরে আমি নিঃসঙ্গ ও একাকী,
তখন সদা ডাকব তোমায় হে জগতস্বামী।

جنت بدہ مکانم با جملہ مؤمنانم ❁ تو جاوداں بمانم تو رحم کن رحیما

বেহেশ্তে যেন হয় মোর আবাস্থান সাথে মুমিনদের,
সদা যেন সেথায় থাকতে পারি তোমার অনুগ্রহে।

عمرم گذشتہ باطل کردم گناہ حاصل ❁ برایں فقیر غافل تو رحم کن رحیما

জীবন যে মোর কাটছে শুধু পাপাচার আর অন্যায়ের পথে,
গাফেল অসহায়ের আখেরি সম্বর শুধুই তোমার করুণাবারি।

از تن رود چوں جانم بستہ شود زبانم ❁ بیچارہ چوں بمانم تو رحم کن رحیما

প্রাণ পাখিটি যখন উড়ে যাবে মোর শরীর হতে,
বাকরুদ্ধ আর নিরাশ্রয় হব, তব কৃপা করিও হে কৃপাময়।

من سعدی صفایم بر دین مصطفایم ❁ ہر دم ہمی سرایم تو رحم کن رحیما

স্বচ্ছ পথের পথিক সাদী ধর্ম যে তার মুস্তফার (সা.),
সদা তোমার গেয়ে যাব গান একটুখানি করুণার আশায়।

মুনাজাতে[৮]

আল্লামা মুফতি আজিজুল হক (র.), প্রতিষ্ঠাতা পটিয়া, মাদ্‌রাসা

بتا ہمکو تیرے رہ کس طرف ہے ❁ تیرے راہ پر چلا ہمکو خدایا

কোন সে পথে বলো মোদের তোমার সরল পথ *
সে পথে মোদের চালাও প্রভু মোদের এ শপথ

[৮] ১৩২৩ হিজরী ১৯০৫ খৃ. তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত চরকানাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অতপর ১৩৮০হি. ১৯৬০খৃ. ইন্তেকাল করেন। তিনি হলেন ওলীকুলের শিরমণী তাইতো এই মুনাজাতগুলো আল্লাহ ওয়ালাদের মুখে বেশী বেশী শুনাযায়। (তথ্য সূত্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

بزرگی کی نہیں ہمکو ضرورت ❁ غلام اپنا بنا ہمکو خدایا
ওলী হওয়ার বাসনা মোদের নাহি প্রয়োজন *
মোদের বানাও প্রভু! তোমার অতি প্রিয়জন

بزرگی نفس کی خواہش ہے افسوس ❁ تکبر سے بچا ہمکو خدایا
বুযুর্গ হওয়ার হৃদয়ের কামনা হায়রে মিছে মন *
অহংকার হতে বাঁচাও মোদের মাওলা নিরঞ্জন

جیسے چاہے تو دے دنیا کی دولت ❁ ہمیں مست عبادت کر خدایا
ইহকালের ধন দৌলত দাও ইচ্ছে যারেতারে *
প্রভু! মোদের মত্ত করাও ইবাদতের তরে

جیسے چاہے تو دے دنیا کی حشمت ❁ ہمیں مست اطاعت کر خدایا
ইহকালে শান শওকত দাও ইচ্ছে যারেতারে *
মাওলা! মোদের পাগল বানাও অনুগত্যের তরে

جیسے چاہے تو دے دنیا کی شوکت ❁ ہمیں مست ہدایت کر خدایا
ইহকালে দাও এই প্রভাব ইচ্ছে যারেতারে *
মাওলা! মোদের পাগল বানাও হেদায়াতের তরে

جیسے چاہے تو دے دنیا کی رفعت ❁ ہمیں مست محبّت کر خدایا
ইহকালে দাও উচ্ছতা ইচ্ছে যারেতারে *
প্রভু! মোদের মোতোয়ারা করো তব প্রেম সাগরে

تیرے اغیار سے ہمکو چھوڑا کر ❁ ہمیں مست حضوری کر خدایا
সকল বস্তু মোদের হৃদয় থেকে তুমি ছাড় *
তোমার দারে হাজের হতে দেওয়ানা আমায় কর

نہ امریکہ نہ لندن سے ہو الفت ❁ ہمیں مست مدینہ کر خدایا
চাইনা আমি আমেরিকা প্রেম লন্ডন প্রিতি করা *
মাওলা! মোদের মদিনার প্রতি করো মতোয়ারা

نہ جرمن سے نہ جاپاں سے ہو نسبت ❁ ہمیں عشّاق کعبہ کر خدایا
চাইনা আমি জাপান তুষণ জার্মান প্রিতি করা *
মাওলা! মোদের করাও তোমার কা'বার পাগলপারা

از کلیات عزیزیؒ

মছনবীয়ে*

از فضائل اعمال

আল্লামা জামী (রহ.)

ز مہجوری برآمد جان عالم ❁ ترحم یا نبی اللہ ترحم

তোমার বিরহের ব্যথায় জগৎবাসীর প্রাণবের হওয়ার উপক্রম, দয়া কর নবী মেহেরবান।

نہ آخر رحمۃ للعالمینی ❁ ز محرومان چرا غافل نشینی

তুমি তো জগৎবাসীর রহমত বটে, বঞ্চিতদের ছেড়ে কেন বসে আছ তবে?

ز خاک اے لالہ سیراب برخیز ❁ چوں نرگس خواب چند از خواب برخیز

ওহে লালা! মাটির আবরণ থেকে ওঠ একবার,
নার্গিস ফুলের ন্যায় নিদ্রা ভেঙ্গে তাকাও একবার।

بروں آور سر از بر دیمانی ❁ کہ روئے تست صبح زندگی

ইয়ামনী চাঁদর ছেড়ে মস্তক বের কর হে, জিন্দেগীর সকাল তোমার চেহারায় লুকিয়ে আছে যে।

شب اندوہ ما را روز گرداں ❁ ز رویت روز ما فیروز گرداں

চিন্তাময় রাত্রি মোদের আলোময় কর, তোমার নূরের ঝলকে মোদের সকাল কর।

بہ تن در پوش عنبر بوئے جامہ ❁ بسر بر بند کافوری عمامہ

আম্বরী পোশাক একবার পরে নাও, কাফুরী পাগড়ী মাথায় বেঁধে নাও।

فروزد آویز از سر گیسواں را ❁ فگن سایہ بپا سروراں را

চুলের জুলফ নিচের দিকে ছেড়ে দাও, বড়দের তরে একটুখানি ছায়া দাও।

ادیم طائفے نعلین پاکن ❁ شراک از رشتہ جانہائے ماکن

চেহারার চামরা দিয়ে পায়ের জুতা বানাও,
আমাদের জীবনের সত্য দিয়ে জুতার ফিতা তৈয়ার কর।

جہانے دیدہ کردہ فرش رہ اند ❁ چوں فرش اقبال بابوس تو خواہند

জগৎবাসী রাস্তার ফরশ বানিয়েছে তাদের চক্ষুযুগল,
বিছানার মত তোমার পাপোশ বনবে তাদের প্রত্যাশা।

---

* মাওলানা নূরুদ্দীন আব্দুর রাহমান জামী (রাহ.), তিনি ইরানের অন্তর্গত খুরাসান প্রদেশের জাম জিনার খারজুরদ্ নামক ক্ষুদ্র শহরে ২৩শে শাবান ৮১৭হি. ৭ই নভেম্বর ১৪১৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮ মুহার্‌রাম, ৮৯৮ হি. ৯ই নভেম্বর ১৪৯২ সনে হেরাতে ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের ফারসী কবি বিখ্যাত আলীম ও উচ্চ পর্যায়ের সূফী, সাধক ছিলেন। (তথ্য সূত্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-৩৫১)

ز حجرہ پائے در صحن حرم نہ ❁ بفرخاک رہ بوساں قدم نہ

কামরা থেকে বের হয়ে হরমের আঙ্গিনায় চরণ রাখুন,
রাস্তা চুম্বনকারীদের মাথায় চরণ রাখুন।

بدہ دستی ز پا افتادگاں را ❁ بکن دلدارئے دل دادگاں را

অসহায়দের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করুন, প্রেমিক-হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা পূর্ণ করুন।

اگرچہ غرق دریائے گناہم ❁ فتادہ خشک لب بر خاک راہم

যদিও মোরা গুনাহের সাগরে রয়েছি ডুবন্ত, তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠদ্বয় অধীর তোমার পদচুম্বনে।

تو ابر رحمتی آں سبہ کہ گاہے ❁ کنی بر حال لب خشکاں نگاہے

তুমি যে রহমতের জলধর, হয়তো বা কখনো, তৃষ্ণার্থ শুকনো ঠোঁটের পানে করিবে দৃষ্টিপাত ।

خوشا کر گردہ سویت رسیدیم ❁ بدیدہ گرد از کویت کشیدیم

তোমার সন্নিকটে পৌঁছেছি মোর পরম সৌভাগ্য, আঁখিযুগল তৃপ্তিভরে দেখছে তব অলিগলি

بمسجد سجدۂ شکرانہ کردیم ❁ چراغت را از جاں پروانہ کردیم

শুকরিয়ার সিজদা করেছি তোমার মসজিদ মাঝে,
পতঙ্গের মত প্রাণকে তোমার আলোর প্রেমিক বানিয়েছি।

بگرد روضہ ات گشتیم گستاخ ❁ دلم چوں پنجرۂ سوراخ سوراخ

শিষ্টাচার ভুলে তোমার রওজায় আশ পাশে শুধু ঘুরছি,
হৃদয়টা মোর পাখীর খাঁচার মত ছিদ্র আর ছিদ্র।

زدیم از اشک ابر چشم بے خواب ❁ حریم آستان روضہ ات آب

বিনিদ্র চোখের অশ্রুবিন্দু মোর চেহারা থেকে,
তোমার রওযার আস্তানার হরমে ঝরিয়েছি অবিরত।

گہے رفتیم زاں ساحت غبارے ❁ گہے چیدیم ز و خاشاک وخارے

কখনো বা ঐ দরবারের ধূলা কুড়িয়েছি, আবার কখনো বা খড়কুটা সেই দরবারে নিয়েছি।

ازاں نور سواد دیدہ دادیم ❁ وزیں بر ریش دل مرہم نہادیم

ঐ আলো থেকে কিঞ্চিত জ্যোতি সুরমা স্বরূপ চোখে দিয়েছি,
অন্তরের জখমে তার সাহায্যে ব্যান্ডেজ বেঁধেছি।

بسوئے منبرت رہ بر گرفتیم ❁ ز چہرہ پایہ اش در زر گرفتیم

তোমার মিম্বরের দিকে রাস্তা ধরেছি, তোমার পাদুকাস্থলে চেহারার অশ্রু ফেলেছি।

ز محرابت بسجدہ کام جستیم ❁ قدم گاہت بخون دیدہ شستیم

তোমার মেহরাবে সেজদা করে আশায় বুক বেঁধেছি,
তোমার জায়নামাজ চোখের রক্তে ধৌত করেছি।

بپائے ہر ستون قد راست کردیم ❁ مقام راستاں در خواست کردیم

প্রত্যেক পিলারের গোড়ায় অবস্থান করেছি,
সর্বস্থানে বিনায়বনত ক্রন্দন করে দরখাস্ত করেছি।

زداغ آرزویت یادل خوش ❁ زدیم از دل بہر قندیل آتش

সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার আকাঙ্খার দাগ দিয়ে, মনের আগুন প্রত্যেক বাতিতে জ্বালিয়েছি।

کنوں گرتن نہ خاک آں حریم ست ❁ بحمد للہ کہ جاں آں جا مقیم ست

যদিও এখন আমার শরীর ঐ পবিত্র শহরে নেই,
আল্লাহর শুকর, প্রাণ সর্বদা সেখানেই পড়ে থাকে।

بخود درماندہ ام از نفس خود رائے ❁ ببیں درماندہ چندیں بہ بخشائے

আমি অপারগ গর্বকারী নফসের নিকট, দয়াবশত এমন অপারগ ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

اگر نہ بود چو لطفت دست یارے ❁ ز دست ما نیاید ہیچ کارے

যদি না তোমার একটুখানি করুণা বর্ষে, মোদের বাসনা কস্মিকালেও পূর্ণ হবার নহে।

قضا می افگند از راہ مارا ❁ خدا را از خدا در خواہ مارا

নিয়তি মোদের রাস্তা থেকে করেছে সুদূরে নিক্ষিপ্ত,
আল্লাহর দোহাই, মোদের তরে প্রভুর দরবারে প্রর্থনা কর।

کہ بخشد از یقیں اول حیاتے ❁ دہد آنگہ بکار دیں ثباتے

যিনি প্রথম বার হায়াত দান করবেন, তিনিই দ্বীনের উপর অটল থাকার তৌফিক দিবেন।

چو ہول روز استا خیز خیزد ❁ بآتش آبروئے ما نہ ریزد

যখন কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হবে কঠিনতম,
সেদিন অগ্নি দ্বারা আমাদের ইজ্জত বিনষ্ট করিও না।

کند باایں ہمہ گمراہئے ما ❁ ترا اذن شفاعت خواہئے ما

এতসব ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মোরা, সেদিন তোমার সুফারিশের আকাঙ্ক্ষা করি।

چوں چو گاہ سر فگندہ آوری روئے ❁ بمیدان شفاعت امتی گوئے

সে সময়ও তুমি সেজদায় মাথাবনত, সুপারিশ করার মানসে উম্মাতী উম্মাতী বলবে।

بحسن اہتمامت کار جامی ❁ طفیل دیگراں باید تمامی

হে জামী! তোমার কার্য সুন্দর ভাবে, অন্যদের উসিলাই পূর্ণতা পাবে।

اے بسر پردہ یثرب بخواب ❁ خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

ইয়াসরবের মাটিতে মাথা গুজে, ঘুমে বিভোর তুমি,
পূর্ব পশ্চিম হয়েছে খারাপ, উঠ না একবার তুমি।

এ দোয়া সবসময় করা চাই[১০]

আল্লামা রূমি (রহ.)

ایں دعا بشنو ز بندہ کاے خدا ❁ ثروتے بے رنج روزی کن مرا

হে পরওয়ার্দিগার একটুখানি আকুতি শোন তোমার এই বান্দার,
কষ্ট বিহীন মুফত রিযিক দান কর আমায়।

چوں مرا تو آفریدی کاہلے ❁ زخم خوارے سست جنبے بنبلے

সৃষ্টি যখন তুমি আমায় করেছ দুর্বল,
জীর্ণ শীর্ণ ক্ষত বিক্ষত আর নিরালম্ব।

کاہلم من سایہ خسپم در وجود ❁ خفتم اندر سایۂ افضال وجود

অলস আমি সৃষ্টিলগ্নেই ছত্র ছায়ায় শায়িত,
তোমার দয়ায় তোমার কৃপায় সদা আমি শায়িত।

کاہلان و سایہ خسپاں را مگر ❁ روزۓ بنہادۂ نوع دگر

ক্লান্ত শ্লান্ত দুর্বল যারা ছায়ায় শুয়েপড়ে,
রিযিকও তাদের ব্যবস্থা কর তুমি অন্যভাবে।

کاہلم چوں آفریدی ای ملی ❁ روزیم دہ ہم ز راہ کاہلی

অলস সৃষ্টি যখন আমায় করেছ তুমি,
রিযিকও দাও আমায় অলসের ন্যায় হে অন্তরজামী।

چوں زمیں را پا نباشد جود تو ❁ ابر را راند بسوۓ اودو تو

জমিনের পা-না থাকার দরুণ তোমার করুণা হয়,
মেঘমালাকে সেথায় বর্ষণকরে সজিব রাখ সব সময়

ہر کرا پا ہست جوید روزۓ ❁ ہر کرا پا نیست کن دل سوزۓ

আপনি যাকে চরণ দিয়েছেন রিযিক সে তার অন্বেশন করে,
চরণ যাদের নেই সমূলে তাদের রাজ্জাক তুমি কৃপাময়।

رزق را میراں بسوۓ ایں حزیں ❁ ابر را باراں بسوۓ ہر زمیں

বিষণ্ন এই বান্দার তরে রিযিক তোমার প্রেরণ কর,
যমিনকুলের তরে তোমার মেঘমালাকে বর্ষণ কর।

---

[১০] তিনি হলেন আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) আফগানিস্তানের বাল্‌খে ৬ই রবিউল আউয়াল ৬০৪ হিজরী মোতাবিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন অতপর ৬৭২হি. ১২৭৩খৃ. পরলোক গমণ করে করেন। (তথ্য সূত্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-১১ পৃষ্ঠা ৫১৬)

طفل راچوں پانباشد مادر ش ۞ آید وریزد وظیفہ بر سر ش

হাঁটা-চলার শক্তি যখন হয়না ছোট বাচ্ছাদের,
আহার করায় তাদের মাতা এমন বাচ্ছাদের।

طفل تا گیرا وتا پویا نبود ۞ مرکبش جز گردن پایا نبود

ধরা ছোঁয়া চলার শক্তি হয়না যখন বাচ্ছাদের,
তখন পিতা তাদের নিয়ে চলে এমন বাচ্ছাদের।

روزئے خواہم بنا گہ بے تعب ۞ کہ ندارم من زکوشش جز طلب

কষ্টবিহীন মুফত রিযিক চাচ্ছি আমি তোমার দ্বারে,
চাওয়া ছাড়া অন্য প্রয়াস নেই যে সম্বল আমার তরে।

از مناجات مقبول

মুনাজাতে

আল্লামা জুলফিকার আহমদ নক্‌শ বন্দি (দা.বা.)

ہوا و حرص والا دل بدل دے ۞ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے

লোভ লালসার কাতর হৃদয় বদলে দাও, নিদ্রা বিভোর হৃদয় আমার বদলে দাও।

بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے ۞ خدایا فضل فرما دل بدل دے

বদলে দাও দিলের জগত বদলে দাও, দিলটাকে মোর দয়া করে বদলে দাও।

گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں ۞ بدل دے میرا رستہ دل بدل دے

আর কত কাল রইব পড়ে পাপের পথে, দিলটাকে মোর চালাও এবার পূন্য পথে।

سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں ۞ مزا آجائے مولی دل بدل دے

শুনতে চাহি তোমার যিকির হৃদয় তানে, মরতে চাই খোদা আমি তোমার টানে।

کروں قربان اپنی ساری خوشیاں ۞ تو اپنا غم عطاء کر دل بدل دے

করতে চাহি বিলীন যত খুশির বহর, তোমার ব্যথায় আবাদ কর মোর দিলের শহর।

ہٹا لوں آنکھ اپنی ماسوی سے ۞ جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے

পার্থিব সব লালসা থেকে বিমুখ আমায় কর,
তোমার প্রেমে খোদা আমায় মুগ্ধ সদা রাখ।

سہل فرما مسلسل یاد اپنی ۞ خدایا رحم فرما دل بدل دے

তোমার ধ্যানে মও থাকা দাওনা করে আসান,
করাও মোরে পিয়ালা ভরে বত প্রেমের সুধাপান।

پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ ۞ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے

ভগ্ন হৃদয়ে রয়েছি পড়ে দরগাহে তোমার, দাওনা খোদা বদলে এবার হৃদয় আমার।

ترا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے ۞ بس اتنی ہے تمنّا دل بدل دے

তোমার তরে জীবন আমার তোমার তরে মরণ, হৃদয় জুড়ে থাকুক সদা তোমার পাকস্মরণ।

میرے فریاد سن لے میرے مولیٰ ۞ بنالے اپنا بندہ دل بدل دے

অধমের ডাকে দাওনা সাড়া ওগো রহীম রহমান,
তবো গোলামির মুকুট খোদা করো আমায় দান।

ہوا و حرص والا دل بدل دے ۞ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے

লোভ লালসার কাতর হৃদয় বদলে দাও, নিদ্রা বিভোর হৃদয় আমার বদলে দাও।

মুনাজাতে[১১]

হাকিমূল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

اے خدائے پاک رحمٰن و رحیم ۞ قاضیٔ حاجات وہاب و کریم

কৃপাময় পাক সত্তা তুমি অসিম দয়াবান, সকল অভাব পূরণকারী দাতা মেহেরবান।

اے الہ العالمین اے بے نیاز ۞ دین و دنیا میں ہمارے کارساز

মা'বুদ তুমি সব জগতের তুমি বেনিয়ায, দীন দুনিয়ার পূরণকারী মোদের সকল কাজ।

ہم گناہ گار اور تو غفار ہے ۞ ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے

মোরা অতিপাপী বটে তুমি তো গাফ্ফার, মোদের গুনাহ গোপন রেখো তুমি যে সত্তার।

تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے ۞ جسکو چاہے دے جسے چاہے نہ دے

প্রতাপশালী সত্তা তুমি ইচ্ছে যা হয় কর, ইচ্ছে যাকে দাও তাকে ইচ্ছে যাকে ছাড়ো।

---

[১১] তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফর নগর জেলার থানা ভবন নামক স্থানে ১২৮০ হিজরীর ৫ই রবিউছ ছানী মতান্তরে ১২ই রবিউল আউওয়াল মোতাবেক ১৮৬২ খ্রি. ১৪ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৩ সালের ১ শে জুলাই, ১৩৬২ হিজরীরর ১৬ই রজব সোমবার দিবাগত রাতে শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করেন। সূত্রঃ নির্বাচিত ঘটনাবলী, পৃষ্ঠা- ১৩

تو وہ داتا ہے کہ دینے کیلئے ❁ در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے

এমন মহান দাতা তুমি দিতে যে তৈয়ার, সর্বাক্ষণিক খোলা তোমার রহমতের দুয়ার।

تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو ❁ پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو

তোমার দ্বারে হাত দু'খানি উঠাবে যে জন, পেয়ে যাবে সকল আশা নিশ্চয় সে জন।

ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے ❁ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے

আছো তুমি দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণিক তৈয়ার, চাহেনা যে তাহার প্রতি তুমি অতিবেযার।

ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تبا ❁ آپڑے اب تیرے در پر یا الٰہ

সবদিকেতে হয় মোরা ধ্বংস অপমান, মাওলা তোমার দ্বারে মোরা হাত পেতেছি এখন।

گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے ❁ اب تو لیکن آپڑے در پر ترے

হে প্রভু! যদিও মোদের অপাদমসতক গুনাহ দিয়ে ভরা,
এলাম তবে দ্বারে তোমার ফিরবো না আর কভূ মোরা

تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا ❁ کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا

জানি তুমি বড়ধনী মোরা অসহায়, কেবা নিবে খবর মোদের তুমি ছাড়া হায়।

ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں ❁ ہم تیرا در چھوڑ کر جائے کہاں

দোজাহানের সকল হাজত তুমি পূরণকারী, কোথায় যাবো মোরা বলো তোমার দুয়ার ছাড়ি।

صدقہ اپنی عزت و اجلال کا ❁ صدقہ پیغمبر کا انکی آل کا

শপথ তোমার আভিজাত্য শ্রেষ্টত্ব-মহত্ত্বের, উছিলা তোমার পয়গম্বর ও তার খান্দানের।

اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر ❁ یہ مناجات اور دعا مقبول کر

রহমত তোমার মোদের প্রতি হয় যেন বর্ষণ, এই মুনাজাত কবুল করো এইযে নিবেদন।

মুনাজাতে[১২]

আল্লামা হালী (রহ.)

اے دو جہاں کے آقا اے دو جہاں کے والی
محتاج صد کرم ہے میری شکستہ حالی
دل خوف معصیت سے دنیا میں شرمگیں ہے
دامن میں زاد راہ عقبیٰ بھی کچھ نہیں ہے
بے کیف ہے نمازیں بے ربط ہیں دعائیں
پھر تیرے پاس مولیٰ کیا چیز لے کے آئیں
کیا خاک بندگی ہے کیا خاک عبدیّت ہے
اک دل ہے اور وہ بھی لبریز معصیت ہے
نادایوں کی رو میں کشتی رواں دواں ہے
اے بیکسو کا والی اسوقت تو کہاں ہے
مایوس ہونا نہیں اے جستجوئے رحمت
نظروں میں پھر رہی ہے لاتقنطو کی صورت
تاریکی لحد میں روشن ہے چراغ کرنا
مرقد کو میرے یارب جنّت کا باغ کرنا
یارب دل حزیں کی پوری یہ آرزو کر
دنیا میں منزلت دے عقبیٰ میں سرخرو کر

(از تحفۃ العشّاق)

---

[১২] তাঁর পুরা নাম হল শামসুল উলামা আলতাফ হুসাইন হালী (রহ.) ভারতের পানিপথে ১৮৩৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩ই সফর ১৩৩৩ হি. মোতাবেক ৩০শে নভেম্বর ১৯১৪ ইং ইন্তেকাল করেন। (তথ্য সূত্রঃ তারীখে আদবে উর্দূ পৃষ্ঠা-৪০৭)

তারানায়ে[১৩]

আল্লামা ইকবাল (রহ.)

(১) چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا ❁ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

আরব ভূখণ্ড সুদূর চীন আমাদের হিন্দুস্থানও আমাদের,
আমরা মুসলিম সারা বিশ্ব আমাদের।

(২) توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ❁ آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا

তাওহীদের মহান আমানত আমাদের বক্ষে রক্ষিত আছে,
সুতরাং পৃথিবী থেকে আমাদের নাম নিশানা মুছে ফেলা অত সহজ নয়।

(৩) دنیا کی بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ❁ ہم اسکے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا

দুনিয়ার সব মন্দিরের চেয়ে প্রথম ঘরটি আল্লাহ তা'য়ালার,
আমরা তার পাহারাদার আর সেই ঘর আমাদের রক্ষক।

(৪) تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں ❁ خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا

তরবারির ছায়াতলে লালিত হয়ে আমরা নবযৌবন লাভ করেছি,
আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট হলো নতুন চাঁদের ছোরা।

(৫) مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری ❁ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا

প্রাচ্যের সেই মরু বিয়াবানে আমাদের আযান ধ্বনিই ঘোষিত হয়েছিল,
এবং কোন বাধার মুখেই আমাদের প্রচন্ড সেই স্রোতের গতি থেমে থাকেনি।

---

[১৩] তিনি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোর্ট এলাকায় ১৮৭৭ সনে ৩ই জিকাদাহ ১২৯৪হি. শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন অদপর ১৯৩৮ সালে ২১ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন উর্দূ সাহিত্যের মহাসম্রাট, তাঁর পিতৃপুরুষ ছিল কাশ্মিরী, এবং পূর্ব পুরুষ ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের, তারা এক সময় ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যান। ইকবাল ইউরোপকে খুবই কাছ থেকে দেখেছেন তাদের আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতা থেকে উপলব্ধি করেন মুসলমান হিসেবে তার কী করণীয়, ইকবাল এক চিঠিতে লিখেন یورپ کی آب وہوانے مجھے مسلمان کردیا ইউরোপের আবহাওয়া আমাকে মুসলমান হিসেবে জাগিয়ে তুলেছে। ইকবাল মুসলমানদের নাজুক অবস্থা ও অবলোকন করেছেন তাইত বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাদেরকে সতর্ক করেছেন কখনো ওয়াজ নছীহতের মাধ্যমে, কখনো কাব্য কবিতার মাধ্যমে এবং ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিও সংগ্রাম করেছেন, এই দেশ প্রেমেই তিনি তারানায়ে হিন্দি, ছদায়ে দরদ, হিন্দুস্তানী বাচ্চো কা কাওমী গীত ইত্যাদি লেখেছেন এবং ইকবাল মুসলমানদের উপর অমুসলিম কর্তৃক বহু জুলুম নির্যাতনও দেখেছেন তাইত কোন কোন সময় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন কিন্তু তা সম্ভবনা না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে শুধু তাদের জন্য খোদার দরবারে কবিতার মাধ্যমে প্রার্থনা করে গিয়েছেন, যেমনঃ- یارب دل مسلم کو ইত্যাদি। (সূত্রঃ ইকবালের কবিতায় আলোচিত যারা, পৃষ্ঠা-১২)

(৬) باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم ❁ سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا

হে আসমানের অধিপতি, আমরা বাতিল অপশক্তির প্রভাবে কখনো দমে যাইনি,
এই ব্যাপারে তুমি সত সহস্রবার আমাদের পরীক্ষা নিয়েছ।

(৭) اے گلستان اندلس وہ دن ہیں یاد تجھکو ❁ تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا

হে স্পেনের ফুল বাগান তোমাদের কি সে দিনের কথা স্মরণ আছে,
যখন তোমার ডাল-পালাতে আমাদেরই জৌলুস ছড়িয়ে ছিল।

(৮) اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو ❁ اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا

হে দজলা নদীর উত্তাল ঢেউ, তুমিও আমাদের চিনতে পাচ্ছ কি?
এখন পর্যন্ত তোমার দরিয়া আমাদের বীরত্বগাঁথা গেয়ে থাকে।

(৯) اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ❁ ہے خون تری رگوں میں اب تک رواں ہمارا

হে পবিত্র ভূমি! তোমার সম্মান রক্ষার্থে আমরা টুকরো টুকরো হয়ে জীবন বিলিয়ে দিয়েছি,
এখন পর্যন্ত তোমার মাটির পরতে পরতে আমাদের খুন প্রবহমান।

(১০) سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا ❁ اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا

আমাদের এই কাফেলার সেনাপতি হলেন হেজাজী সেই আমীর (সা.),
ঐ নামের উসিলায় এখনো আমাদের জীবনের প্রশান্তি অক্ষুণ্ন রয়েছে

ازکلّیات اقبالؒ

দো'আয়ে

আল্লামা ইকবাল (রহ.)

(১) یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنی دے ❁ جو قلب کو گرمادے جو روح کو تڑپادے

ইয়া রব! এমন উদ্দাম আশা মুমিনের হৃদে কর দান,
অন্তরে সঞ্চারে তাপ, ঘটায় যা আত্মার উত্থান।

(২) پھر وادی فاراں کے ہر ذرّے کو چمکادے ❁ پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے

আলো-উদ্ভাসিত কর ফারানের ধূলি-কণা ফের,
দাও তৃষ্ণা, দাও শক্তি, সেই নূরে অবগাহনের।

(৩) محروم تماشا کو پھر دیدۂ بینا دے ❁ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلادے

অন্ধ নয়নে পুনঃদৃষ্টি-শক্তি কর তুমি দান,
অপরেও দেখাও তা দেখেছে যা আমার নয়ান।

(৪) بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل ۞ اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے

পথভ্রষ্ট মৃগে পুনঃহারামের প্রান্তে নিয়ে যাও, নগর-বিলাস মুগ্ধে মরুভূমির বিশালতা দাও।

پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر ۞ اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے

চরণ-ফোস্কায় দাও তীব্র জ্বালা এ মরুচারীর, যে দহনে মাড়িয়ে যায় অনাসে বাধার প্রাচীর।

اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو ۞ وہ داغ محبّت دے جو چاند کو شرما دے

প্রতিটি অধীরচিত্তে আজিকার যুগ তমসায়, প্রেমের কলঙ্ক দাও যাহা দেখে চাঁদ লজ্জা পায়।

رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریّا کر ۞ خودداری ساحل دے آزادی دریا دے

নিঃসাড় হৃদয় মাঝে হাশরের কোলাহল দাও, শূন্য পালকিতে পুনঃমাশুকায় আনিয়া বসাও।

بے لوث محبّت ہو بے باک صداقت ہو ۞ سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے

উচ্চাশা সুরায়া থেকে আত্মমর্যাদায় নদী-তীর, আবার প্রদান কর স্বাধীনতার দুর্বার নদীর।

احساس عنایت کر آثار مصیبت کا ۞ امروز کی شورش میں اندیشۂ فردا دے

বিপদ লক্ষণ দেখেও অনুভূতি দাও বিপদের, এই নৈরাজ্য মাঝে দাও চিন্তা আগামী দিনের।

میں بلبل نالاں ہوں اک اجڑے گلستاں کا ۞ تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے

আমি তো গানের পাখি এ বিরান শূন্য বাগিচার, তাসীর প্রদান কর ওগো দাতা বাণীতে আমার।

از کلّیات اقبالؒ

শানে উলামা ও তুলাবা[১৪]

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশরী (রহ.)

سَهْرِیْ لِتَنْقِیْحِ الْعُلُوْمِ اَلَذُّ لِیْ ۞ مِنْ وَصْلِ غَانِیَةٍ وَّطِیْبِ عَنَّاقِ

ইলমের সাধনায় রাত্রি জাগরণ অধিক প্রিয় ও মধুর,
গানের আসরে গায়িকার সুর লহরি কিংবা প্রেয়সির বাহুর বেষ্টনির চেয়ে।

وَتَمَایُلِیْ طَرَبًا لِّحَلِّ عَوِیْصَةٍ ۞ فِی الذِّهْنِ اَبْلَغُ مِنْ مُّدَامَةِ سَاقِیْ

জটিল বিষয় সমাধানে আনন্দে দোল খাওয়া
আমার কাছে অধিক হৃদয়গ্রাহী সাকির হাতে শরাবের জাম থেকে।

---

[১৪] তাঁর পুরো নাম হলো মাহমুদ বিন ওমর উপনাম আবুল ক্বাসেম, উপাধী জারুল্লাহ ৪৬৭ হিজরীতে রজব মাসে যামাখশর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যামাখশর হলো খাওয়ারেযম শহরের একটি গ্রাম। ৫৩৮ হিজরীতে তিনি খাওয়ারেযমে ইন্তেকাল করেন। সূত্রঃ তারীখে তাফসীর ও মুফাস্সীরীন, পৃষ্ঠা-৩৯৪

وَصَرِيْرُ اَقْلَامِيْ عَلٰى صَفْحَاتِهَا ۞ اَشْهٰى مِنَ الدَّوْكَاءِ وَالْعُشَّاقِ

কাগজের পাতায় আমার কলমের খসখস ধ্বনি
অধিক আনন্দদায়ক সেতারার সুর কিংবা প্রেমিকার মধুর মিলন থেকেও

وَاَلَذُّ مِنْ نَّقْرِ الْفُتَاةِ لِدُفِّهَا ۞ نَقْرِيْ لِاُلْقِيَ الرَّمْلَ عَنْ اَوْرَاقِيْ

শোড়শি যুবতির নুপুরের নিক্বণ থেকেও আমার কাছে অধিক প্রেমময়
কিতাবের পাতা থেকে ধুলা-বালি সরানোর জন্য ফুঁ দেওয়া।

من قيمة الزمن

হামদে বারী তায়ালা

اَلْحَمْدُ لِمَنْ قَدَّرَ خَيْرًا وَّخَبَالًا ۞ وَالشُّكْرُ لِمَنْ صَوَّرَ حُسْنًا وَّجَمَالًا

ভালো মন্দের স্রষ্টা যিনি সব প্রশংসা তার * গুণগরিমা তারই যিনি রুপের রূপকার

فَرْدٌ صَمَدٌ عَنْ صِفَتِ الْخَلْقِ بَرِيٌّ ۞ رَبٌّ أَزَلِيٌّ خَلَقَ الْخَلْقَ كَمَالًا

মাখলুকাতের গুণ হতে পাক একক বেনিয়াজ * অনাদি অনন্ত রব পূর্ণাঙ্গ তাঁর কাজ

لَاشِبْهَ وَلَا مِثْلَ وَلَا كُفُوَلِمَوْلٰى ۞ لَاوَالِدَ لَاوِلْدَ وَلَا عَمَّ وَخَالًا

সমকক্ষ, সমতুল্য উপমা নাই তাঁর * পিতাপুত্র, চাচা, খালা নাইযে মাওলার

لَاضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّلِمَوْلٰى ۞ اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلْقَ زَوَالًا

প্রতিপক্ষ সমকক্ষ নাই যে মাওলার * আগে যেমন এখন তেমন ক্ষয় নাই তাহার

لَامِثْلَ لِمَنْ صَوَّرَ مِثْلًا وَّنَظِيْرًا ۞ مَنْ قَالَ سِوٰى ذَالِكَ قَدْ قَالَ مُحَالًا

রুপের রূপকার যিনি উপমা নেই তাঁর * ইহা ছাড়া যে যা বলে সব হল আসার

لَاقَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَلَا وَقْتَ زَمَانًا ۞ لَامَانِعَ لَاحَاجِبَ لِلّٰهِ تَعَالٰى

শুরু, শেষ, স্থান, কাল নাহি যে তাহার * প্রতিরোধক, দেহরক্ষী নাহি যে আল্লার

اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ حَقًّا ۞ وَالْبَاطِنُ مَوْلَايَ وَلَا قِيْلَ وَقَالًا

তিনি প্রথম, নিনি শেষ তিনি দৃশ্যমান * তিনি গোপন তিনি মাওলা নাহি তার দুর্নাম

رَبٌّ أَحَدٌ خَالِقَ خَلْقٍ وَّقَدِيْمٌ ۞ ذَاتًا وَّ صِفَاتًا فَلَهُ الْعِزُّ كَمَالًا

একক, প্রতিপালক, স্রষ্টা, অনাদি, অসিম * অনন্ত তাঁর যাত সিফাত মহান ও মহিম

حَيٌّ وَّمُرِيْدٌ وَّسَمِيْعٌ وَّبَصِيْرٌ ۞ وَالْقَادِرُ قَيُّوْمٌ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى

সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, স্বাধীন, নিরঞ্জন * সর্বেসর্বা চিরঞ্জিব তিনি আল্লাহ মহান

لَا زَالَ هُوَ مَالِكُ مُلْكٍ وَّبَرِيٌّ ۞ نَقْصًا وَّحُدُوْثًا وَّلَهُ الْفَضْلُ كَمَالًا

রাজাধিরাজ তিনি, তাহার রাজত্বের নাই লয় * ক্ষয় লয় হইতে পাক অসীম দয়াময়

قَدْكَانَ وَلَا شَيْئَ وَلَا شَمْسَ ضِيَاءً ۞ لَانَارَ وَلَانُوْرَ عَلَى الْكَوْنِ تَلَالًا

তিনি যখন একা ছিলেন ছিল না তখন * আলো বাতাস পাহাড় পর্বত ছিলনা আগুন

لَاجِسْمَ وَلَارُوْحَ وَلَا رِيْحَ وَمَاءً ۞ لَانَجْمَ وَلَاشَجَرَ وَلَا حَجَرَ ثِقَالًا

খাল বিল, নদী নালা, শরীর ও অন্তর * গ্রহ তারা গাছ-গাছালি ছিলনা পাথর

لَاجِنَّ وَلَا اِنْسَ وَلَا أَمْرَ وَنَهْيًا ۞ لَافُلْكَ وَلَا مُلْكَ كِرَامًا وَّجَزَالًا

মানব দানব হুকুম নিষেধ ছিলনা তখন * আকাশ পাতাল ফিরিশতাগণ প্রাচূর্য ও ধন

لَااِسْمَ وَلَا سِمَةَ وَلَيْلًا وَّنَهَارًا ۞ لَافَوْقَ وَلَا تَحْتَ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا

দিবা নিশি নাম নিশানা ছিলনা তখন * উর্ধ্ব অধ ডান-বাম ছিলনা ঈশান

لَاقَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَخَلْفًا وَّاَمَامًا ۞ لَاقَمَرَ وَلَا نُوْرَ وَحَرًّا وَّظِلَالًا

ছিলনা আগে পরে পিছনে ও সামনে * চাঁদের আলো গরম ছায়া ছিলনা তখন

مَازَالَ رَحِيْمًا وَّكَرِيْمًا وَّغَفُوْرًا ۞ بَرًّا وَّرَءُوْفًا فَهُوَ الْخَيْرُ مَالًا

সদা ক্ষমাকারী তিনি চির দয়াময় * তিনি দাতা কল্যানস্থল দানের সর্বময়

قَدْ خَلَقَ النَّفْسَ وَلَهَا اِنْشَآءَ زَوْجًا ۞ مِنْ بَطْنِهَا بَثَّ نِسَآءً وَّرِجَالًا

সৃষ্টি করে একটি প্রাণ যুগল করলেন দান * নারী পুরুষ তাদের উদর হতে প্রসারণ

مِنْ نَسْلِهِمَا شِيْثٌ وَّنُوْحٌ وَّخَلِيْلٌ ۞ مُوْسٰى وَمَسِيْحُ فَهُوَ الْخَيْرُ خِصَالًا

সিস, নূহ, খলীলুল্লাহ তাদের উদর হতে * মূসা, ঈসা, তারা উত্তম আপন স্বভাবেতে

اِسْحَاقُ وَيَعْقُوْبُ وَالْاَسْبَاطُ كِرَامًا ۞ يَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَ وَبَالًا

ইসহাক ও ইয়াকূব নবী, তাঁদের বংশধর * মাওলার কাছে আশাবাদী আছে তাঁদের ডর

وَالسَّيِّدُ يَحْيٰى وَاَبُوْهُ وَعُزَيْرٌ ۞ يَهْدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ وَيَنْهَوْنَ ضِلَالًا

ইয়াহইয়া ও তাহার পিতা এবং উযায়ের * সত্যের আদেশকারী নিষেধকারী গোমরাহের

فَاخْتَارَ عَلَى الْكُلِّ نَبِيًّا عَرَبِيًّا ۞ بِالْخَلْقِ وَبِالْخُلْقِ مَاٰبًا وَّمَالًا

আরবী নবী মনোনিত করলেন সবার পরে * আশ্রয় দাতা, যিনি শ্রেষ্ঠ গড়ন সদাচারে

قَدْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى الْخَلْقِ رَحِيْمًا ۞ كَيْ يُنْقِذَ مَنْ يَّقْتَحِمُ النَّارَ وَبَالًا

রহমত স্বরুপ আল্লাহ যাকে পাঠান সৃষ্টির তরে *
যাতে করে বাঁচান তিনি জাহান্নামীদেরে

قَدْ أَرْسَلَهُ اللهُ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۞ قَدْ أَكْرَمَهُ اللهُ كَمَالًا وَّجَمَالًا

বাশীর নাযীর করে আল্লাহ করিলেন প্রেরিত * সৌন্দর্য পূর্ণতা দিয়ে করলেন সম্মানিত

قَدْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ بِالْقَوْمِ ضِعَافًا ۞ يَسْعَوْنَ إِلٰى يَثْرِبَ طَعْنًا وَّرِجَالًا

দূর্বল সাথি নিয়ে মক্কা চাড়িলেন যখন * চড়ে হেঁটে মাদিনাতে করলেন পদার্পন

قَدْ أَيَّدَهُ اللهُ بِقَوْمٍ وَّجُنُوْدٍ ۞ حَتّٰى قَوِيَ الْقَوْمُ ضِعَافًا وَّعَزَالًا

আল্লাহ তাকে মদদ করলেন দল করে বর্ধন * শক্তিশালী হইলেন তাহার দূর্বল সাথীগণ

أَنَا أَشْهَدُ بِاللهِ هُوَ الْوَاحِدُ حَقًّا ۞ أَنَا أَشْهَدُ بِالْأَحْمَدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى

স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহর প্রতি যিনি একাকার *
সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহর নবী আহমদ মুস্তফার (সা.)

من المخطوطات

بچے کی دعا

علامہ اقبالؒ (از کلیات اقبالؒ)

لپ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنّا میری

زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری!

دورِ دُنیا کا مرے دم سے اندھیرا ہو جائے!

ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے!

ہو میرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت

جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت

زندگی ہو مری پروانے کی صورت یارب!

علم کی شمع سے ہو مجکو محبّت یارب

ہو مرا کام غریبوں کی حمایت کرنا

دردمندوں سے ضعیفوں سے محبّت کرنا

مرے اللہ! برائی سے بچانا مجھ کو

نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھکو

نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم[১৫]

از حکیم الاسلام قاری طیّب صاحبؒ، مہتمم سابق دار العلوم دیوبند (از نشید اسلامی)

نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو
تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو

شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ
نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو

عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی زادہ نہ پاسباں ہے
بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو

قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تم ہی محبّت سے کام لے لو

یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کا
تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو

کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے
تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الأنام لے لو

یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیّب مزار اقدس میں جا کے اک دن
سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو

---

[১৫] ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ থানায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৪ই শাওয়াল ১৪০৩ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। ক্বারী সাহেব দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী (রহ.) এর নাতী ছিলেন। তিনিই একমাত্র মহান বুযুর্গ যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর মুহতামিম ছিলেন। (তথ্য সূত্রঃ বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ পৃষ্ঠা-২১৯)

اظہار تمنّٰی

علامہ مفتی عزیز الحق، بانی قتیہ مدرسہ (از کلیّات عزیزیؒ)

یہ رشیدی باغ ہو اور قاسمی گلزار ہو
یہ ضمیری فیض کا ایک خوشنما دُربار ہو

پر توافگن ہو یہاں پر فیض امداد اللہ
سرپرستی حسینی قافلہ سالار ہو

از توجہات اشرف ہو عروج مدرسہ
برکت و فیض سعیدی دستگیر و یار ہو

حسن تدبیر حبیبی برکت احمد حسن
ہمت قلب ودودی رونق گلزار ہو

سدّ اسکندر بنے یہ فتنۂ یاجوج سے
فیض امجد کا سما اس پر سدا مدرار ہو

اتّباع سنّت احمد ہو اس کی رنگ و بو
حق تعالیٰ کے خریداروں کا یہ بازار ہو

ہو نظام مدرسہ زیر لوائے مصطفےٰ
حق تعالیٰ کی ہدایت پیشوائے کار ہو

اے خدا اس دور ظلمت میں ترے یہ درسگاہ
مطّلع انوار ہو اور مظہر اسرار ہو

علم ربّانی کا یہ غار حرا و طور ہو
اس میں عرفان کلیمی احمدی انوار ہو

خوشہ چینان ضمیری اس کے ہیں انصار خاص
یاالٰہی حشر ان کا در صف انصار ہو

سیزدہ صد ہشت و پنجاہ ست سال ابتدا
تا قیامت اے خدا یہ مدرسہ دربار ہو

بانی ناکارہ اس کا ہے عزیز الحق ضعیف
فضل سے تیرے الٰہی اسکا بیڑا پار ہو

تسکین جگر

از مولانا ابو طاہر ندوی (استاذ فقیہ مدرسہ)

آقا! مری تسکین جگر تیری ثنا ہے
تو ناز ش کونین تو محبوب خدا ہے

اے رحمت عالم بابی انت وامی
تو ختم رسول خلق کا تو راہ نما ہے

تو شاہ امم کوہ ہم سیّد عالم
تو ابر کرم تجھ سے چمن سبز و ہرا ہے

جس خطۂ گیتی میں پڑا تیرا قدم ہے
سو جاں سے اسی خطۂ پر ہر شخص فدا ہے

تخلیق جہاں تیرے لئے تو ہے خدا کا
لولاک میں پوشیدہ یہی نکتہ رہا ہے

وہ اہل عرب دہر میں تھے دست گریباں
خونخوار کو غمخوار جہاں تو نے کیا ہے

قرآن ہے اخلاق تیرے اے شہ ذیشاں
اور لب کے اشارے میں تیرے حکم خدا ہے
جو شہر ہوئی تیری ولادت سے مشرف
اس شہر پہ ہم آج ہر یک دل سے فدا ہے
جس ارض مقدّس میں تیرا جسم ہے مدفون
رتبہ میں وہ بس عرش معلّی سے سوا ہے
یہ ارض و سما لوح و قلم چاند ستارے
تجھ پر ہیں فدا اور تو دلدار بنا ہے
معمور مرے قلب و جگر یاد سے تیرے
ہر بزم مسلمان میں تری مدح و ثنا ہے
امت تری سردار امم پیار خدا کی
یہ دین تیرے سید ادیان ہوا ہے
افسوس یہ اے ختم رسل تیری زمیں پر
اعداء مسلماں کا رکھا ڑا جو جما ہے
وہ ارض عرب جس سے تھا خراج یہودی
آج اسکا وہ امریکھ نگہبان ہوا ہے
یوں عالم اسلام کے ہو جاتے ہیں ٹکڑے
شیرازہ میں کیا تفرقہ اب پھوٹ رہا ہے
اصحاب نے تیرے کیا سیراب ہے جس کو
وہ دین وطن میں یوں ہی پردیس بنا ہے
آقا کی زیارت سے ہے محروم یہ طاہر
بس یک ہی ارماں ہے اور دل سے دعاء ہے

نعت سرکار دو عالم ﷺ[১৬]

از حضرت مولانا ایّوب صاحبؒ (محدث فٹیہ مدرسہ)

مرے سیّدی جان، تجھ پر فدا ہے
زبان محو "صلّ وسلم" علی ہے

محمدؐ ہی درد جگر کا مداوا
محمدؐ بے قرارے دل مبتلا ہے

نہیں اس کا عالم میں تسکین کا ساماں
بجز درد جاناں جو نصف اللقاء ہے

محمدؐ ہی تریاق ہر رنج و غم ہے
محمدؐ ہی اکسیر حبّ خدا ہے

انا سیّد ولد آدم، کا مصداق
تو خیر البشر مصطفےٰ مجتبےٰ ہے

ہوا ایّوب ادنی سے کیا وصف آقا!
جو خالق بھی خود تیرا مدحت سرا ہے

درود و سلام آقا! ورد زباں ہو
تمنّی یہی بعد حمد و ثنا ہے

---

[১৬] তিনি আনুমানিক ১৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৩৯৩ খৃ. চট্টগ্রামের রাঙ্গনিয়া থানার রাজানগর খন্ডালিয়া পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি পটিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দীস ও শিক্ষা পরিচালক ছিলেন। তাঁর সহপাঠি ছিলেন বর্তমান পটিয়া মাদ্‌রাসার মুহতামীম হযরত মাও. মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী দা.বা. এবং তিনি বাবুনগর মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাও. হারুন বাবুনগরী (রহ.) এর খলীফা ছিলেন। (মাসিক কাউছার- পৃষ্ঠা- ২৭ শাওয়াল ১৪৩৩)

اے ہادی عالم ﷺ

اے ہادی عالم تو ہے اللہ کا پیارا ❁ ملت کا نگہبان تو امت کا سہارا

لو "صلّ وسلم" کا سو گل دست ہمارا

دنیا سے ہر اک ظلم و ستم تم نے مٹایا ❁ اصنام سے کعبہ کو بھی پاکیزہ بنایا

اک رب کی پرستش میں جہاں آج ہے سارا

دندان کو قربان کئے حق کو جگایا ❁ طائف کے ہر اوباش نے بھی تم کو ستایا

تکلیف بہت دیں کیلئے کی ہے گوارا

جب عالم ہستی میں عیاں نور ہدایت ❁ اکدم نہ کہیں باقی کوئی رسم ضلالت

کفّار کو اس دن سے ہوا کیا ہی خسارہ

کیسی ہی تری شان ہے اے ساقی کوثر ❁ مسطور ترا نام ہے واں عرش بریں پر

ہر وقت آذانوں میں بھی ہے نام تمہارا

مزمل و مدثر جو نام تمہارا ❁ سو پیار سے اللہ نے تمہیں ان سے پکارا

اللہ کا داعی ہے تو اور اسکا پیارا

معراج میں دکھلائی تمہیں ساری خدائی ❁ اللہ نے بتایا ہے وہاں راز نہانی

واں جنت و دوزخ کا ہوا ہے بھی نظارہ

وہ آمنہ کی رحمت ہے تیرے ولادت ❁ اور کشتان امینہ کے ہوئے تیرے رضاعت

اے ختم رسول آپ ہے ہر آپ کا تارا

صدیقؓ و عمرؓ حیدرؓ و عثمانؓ سب اصحاب ❁ سو بھو جی اسو بد کہ ہر اک نجم جہاں کا آپ

اللہ سے بے ان تو میں لر دواں کا اشارہ

ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اے ختم رسولؐ فخر امم شاہ مدینہ ۞ دکھلادے مجھے منظر گلزار مدینہ

اللہ نے مکّہ ہی میں ایک کعبہ بنایا ۞ اس کعبہ کا کعبہ تیرے مرقد کو بنایا

ہر سال میں حاجی چلے جاتا ہے مدینہ

اللہ نے تمہیں اپنا ہی محبوب بنایا ۞ معراج کی شب ساری خدائی کو دکھایا

اللہ نے بنایا تمہیں سلطان مدینہ

کونین کا مختار خدایا تم کو بتایا ۞ امّت کا نگہبان خدا تم کو بنایا

ہر حالِ مددگار ہے سرکارِ مدینہ

یٰس وطٰہ کی لقب سے تم کو پکارا ۞ جن لقب مکرّم سے کسی کو نہ پکارا

سرکار کا سرکار ہے سرکار مدینہ

بے تاب ہے چین ہے فرقت میں تیری تور ۞ ہے شوق بہت دل میں مگر راہ بہت دور

ہر شیٔ میں نظر آتے ہیں اسرار مدینہ

فیضان مدینہ[১৭]

علامہ حکیم اختر صاحبؒ (از فیضان مدینہ)

ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ

دیکھیں گے کبھی شوق سے مکّہ و مدینہ

---

[১৭] তিনি ভারতবর্ষের ইউপি প্রদেশের জেলা পরতাব গড় এর ১৬ মাইল দূরে আধিহা নামক একটি ছোট গ্রামে ১৯২৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২শে রজব ১৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ২ই জুন ২০১৩ খ্রি. রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে চিনে না এমন মানুষ কমই আছে। অনেক বড় আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন বড় শায়ের এবং কবিও ছিলেন। তাঁর দ্বীনি খেদমতের সময়সীমা অর্ধ শতাব্দীরও বেশী, আর তার বিস্তৃতি সমগ্র বিশ্বময়, (সুত্রঃ আল-বুদূরুল মুযিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ মুফতি হিফজুর রহমান- খন্ড৪, পৃষ্ঠা-১৫৩ মাসিক কাউছার- শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরী পৃষ্ঠা-২৪)।

مومن جو فدا نقش کفِ پائے نبی ہو
ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ

گر سنّت نبوی کی کرے پیروی امّت
طوفاں سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ

یہ دولت ایماں جو ملی سارے جہاں کو
فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ

جو قلب پریشاں تھا سدا رنج والم سے
فیضان نبوّت سے ملا اس کو سکینہ

جو درد محبّت کا ودیعت تھا ازل سے
مومن پہ ہوا کشف وہ مدفون خزینہ

اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے
ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ

خالق جو تھا انوار محبّت کی رمق سے
اک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ

اے صلِّ علیٰ آپ کا فیضان رسالت
جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ

جو روبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں
اب رہبر امّت ہے وہ گمراہ سفینہ

جو کفر کی ظلمات سے تھا ننگ وخلائق
ہے نور ولایت سے منوّر وہی سینہ

اختر کی زباں اور شرف نعتِ محمّد
اللہ کا احسان ہے بے خون وپسینہ

لذّتِ ذکرِ نامِ خدا

علامہ حکیم اختر صاحبؒ (از فیضان مدینہ)

لذّتِ ذکرِ نامِ خدا ہے چمن
اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن
کی ہے جس نے بھی ہجرت تیری نام پر
پا گیا پا گیا وہ بہارِ وطن
ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے
اصل ہجرت نہیں صرف ترکِ وطن
یہ ہے فیضانِ آہ و فغاں دیکھ لو
دامنِ کوہ میں دل ہے گیسا مگن
بالیقین پائے گا نسبتِ اولیاء
جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن
شہرِ محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں
عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن
پھر مدینہ کی لذّت کو میں کیا کہوں
کاش ہوتا مدینہ میں میرا وطن
کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو
زندہ بادا ے وطن زندہ بادا ے وطن
ہیں وطن میں مگر دل مدینہ میں ہے
اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن
نیک لوگوں میں ہو صاحبِ دردِ دل
ہے چمن میں کوئی جیسے رشکِ چمن
روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں
بخش دے روزِ محشر مجھے ذوالمنن

روضۂ اطہر[১৮]

علامہ کمال الدین موسیٰ خطیبیؒ (از مقبول مناجات بنگلہ)

خانۂ کعبہ کا منظر اے خدا دیکھلا مجھے
مکّہ و یثرب کا منظر دیکھنے کو دے مجھے

وہ مقامات مبارک کی زیارت ہو نصیب
جس میں رحمت بے شمار ہے دیکھنے کو دے مجھے

خانۂ کعبہ کو پہونچوں تلبیہ پڑھتے ہوئے
عاشق صادق بنا کر پھر بلالے تو مجھے

پھر طواف خانۂ کعبہ کی لذّت دے مجھے
استلام حجر اسود سے مشرّف کر مجھے

پھر کبھی دیوار کعبہ سے یوں ہی ملتار ہوں
در میان باب کعبہ گڑ گڑانے دے مجھے

اے خدا سیرابِ کردے آب زمزم سے مجھے
ہاتھ اٹھاؤں تیرے در پہ جب پلائے تو مجھے

در میان کوہ مروہ اور صفا دوڑنے لگوں
اضطراب ہاجرہ میں ایک نظر دیکھلا مجھے

عشق لیکر حاضری ہوں جب منی بازار میں
جان من قربانِ کرنے ہمچوں اسماعیل دے

حاجیاں سب دیکھتے ہیں راہ میں غار حرا

---

[১৮] তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানাধীন কলাউজানে ১৩৫৩ হি. মোতাবেক ১৯৩৪খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪১৪ হি. মোতাবেক ১৯৯৩খৃ. ইনতেকাল করেন, তিনি অনেক বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং ছিলেন আশেকে নবী উল্লেখিত মুনাজাতটি তারই একটি নমুনা, উজ্জ্বল নিদর্শন। ছাত্রজীবন শেষে তিনি চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় সূদীর্ঘ ৩২ বৎসর শিক্ষকতা করেন, সেখানে তিনি প্রধানতঃ মুসলিম শরীফের পাঠদান করতেন, যদিও তিনি আলিয়া মাদরাসায় পড়েছেন ও শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু তাঁর সমকালীন বুযুর্গ ও কাওমী আলেম ওলামাদের সাথে অনেক গভীর সম্পর্ক ছিল। (সূত্রঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চা-ড. আহসান সাইয়্যেদ পৃষ্ঠা- ১৮১)

جس میں حضرت مصطفےٰ اٹھ کر بلاتے تھے تجھے

یاالٰہی دیکھلوں میں اسکو بھی پھر ایک نظر

اس مزے کی غارِ میں بھی تو چڑالے پھر مجھے

مسجد عقبہ میں پہونچوں پھر عہد تازہ کروں

جیسے انصار و مہاجر عہد کرتے تھے تجھے

حاجیوں کے ساتھ لے چل پھر تو عرفہ میں مجھے

معصیت سے پاک کر کے حج مبرور دے مجھے

شوق آتش سے تڑپتا میں رہوں پھر بے قرار

حاضری شہرے مدینہ کب نصیب ہوے مجھے

گنبدِ خضرا دیکھادے روضۂ اقدس مجھے

درمیانِ قبر و منبر بیٹھنے کو دے مجھے

روضۂ اقدس دیکھا کر روز من پرواز کر

حضرتِ ابو بکر و عمر سب کے ساتھی کر مجھے

آخری لمحہ مدینہ میں گذاروں اے خدا

پھر قیامت تک سلائے گور بقیع میں مجھے

ہم نغمۂ قرآنی

ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دینگے

ہر قلب میں چاہت کی اک آگ لگا دینگے

کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دینگے

ہر فردِ کو اس کا ہم دیوانہ بنا دینگے

ہو جائنگے سب میں خارا اس بادۂ قرآں کے

پھر جوش محبّت میں سینوں سے لگا دینگے

یہ شمع ہدایت ہے یہ نور ہدایت ہے

ہر طالب قرآں کو پروانہ بنا دینگے
جو دور ہے قرآں سے محروم تمنّی ہے
قرآنِ سنا کر ہم نزدیک بلا لینگے
قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے
تاثیر کی ایک جھل کی دنیا کو سنا دینگے
قرآن کی عظمت کی ان کو بھی خبر دے دو
دنیا کے مؤفانے ذہنوں سے بھلا دینگے
شبہاتِ کی نقشوں کو ہر دل سے مٹا دینگے
قرآں کی صداقت پر دنیا کو جھکا دینگے
سیکھینگے سکھائنگے یہ عظم مسمم ہے
قرآن کی خدمت میں یہ زیست بھی تا دینگے
ہم حفظ القرآں کی یہ بزم نرالی ہے
فیضانِ فصیحل سے عالم کو سجا دینگے

উলামা ও তুলাবাদের মর্যাদা

হযরত লমহা ইবনে দরীদ (রহ.)

أَهْلًا وَسَهْلًا بِالَّذِيْنَ أُحِبُّهُمْ ۞ وَأُوَدِّهِمْ فِي اللهِ ذِيْ الْآلَاءِ
أَهْلًا بِقَوْمٍ صَالِحِيْنَ ذَوِيْ تُقًى ۞ غَرُّ الْوُجُوْهِ وَزَيْنُ كُلِّ مَلَاءِ
يَسْعَوْنَ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ بِعِفَّةٍ ۞ وَتُوْقِرُ وَسَكِيْنَةٌ وَّحَيَاءُ
لَهُمُ الْمَهَابَّةُ وَالْجَلَالَةُ وَالنُّهٰى ۞ وَفَضَائِلُ جَلَّتْ عَنِ الْاَحْصَاءِ
وَمُدَادُ مَاتَجْرِيْ بِهِ أَقْلَامُهُمْ ۞ أَزْكٰى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ
يَاطَالِبِيْ عِلْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ۞ مَا أَنْتُمْ وَسِوَاكُمْ بِسَوَائِيْ

جامع بيان العلم وفضله

شواہد قدرت [১৯]

از پیر طریقت رہبر شریعت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی

قرآں کے سپاروں میں احساں کے اشاروں میں

ایماں کے سنواروں میں معصوم پیاروں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

صدیق کی شفقت میں فاروق کی سطوت میں

عثمان کی عفّت میں کرار کی ہیبت میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

احمد کی روایت میں مالک کی درایت میں

سفیان کی ثقاہت میں نعمان کی فقاہت میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

ماثور دعاؤں میں منثور ثناؤں میں

مامون ہواؤں میں مسحور فضاؤں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

خورشید کے تاروں میں راتوں کے ستاروں میں

آنکھوں کے خماروں میں یاروں کے نظاروں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

برکھا کی پھواروں میں ساوَن کی بہاروں میں

---

[১৯] তিনি ভারতের সাহারাণপুর জেলার অন্তরগত গাংগুহ গ্রামে ৮ অথবা ৯ ই জুমাদাল উখরা ১৩২৫ হিজরীতে জুমআর দিনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি শায়খুল হাদীস হযরত মাও. জাকারিয়া রাহ. এর খলিফা এবং বিক্ষ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়ার লিখক ও দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন। (সূত্রঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়ার মুকাদ্দমা, ১ম খন্ড)।

پودوں کی قطاروں میں کوئیل کی پکاروں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

ہر قطرۂ باراں میں ہر ذرّۂ تاباں میں

ہر برگ گلستاں میں ہر روئے درخشاں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

گلزار میں خاروں میں کہسار میں غاروں میں

گنبد میں مناروں میں خلوت میں ہزاروں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

عطار میں جامی میں رومی میں حسامی میں

خسروں میں نظامی میں سعدی میں سنامی میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

تذکیر غزالی میں تحریر کمالی میں

تفسیر جلالی میں تصویر خیالی میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

تکبیر بلالی میں شمشیر ہلالی میں

تعمیر عوالی میں تنویر معانی میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

قاری کی تلاوت میں قاضی کی عدالت میں

مفتی کی دیانت میں غازی کی شہادت میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

زاہد کی رداؤں میں عابد کی صداؤں میں

ساجد کی نداؤں میں شاہد کی اداؤں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

خالد کی شجاعت میں حاتم کی سخاوت میں

سحباں کی بلاغت میں مجنوں کی نقاہت میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

محفل کے چراغوں میں انگور کے باغوں میں

سرشار دماغوں میں ہر قلب کے داغوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

لیلیٰ کی ملاحت میں شیریں کی صباحت میں

نغمہ کی نزاکت میں سُعدٰی کی نظافت میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

سینا کے پہاڑوں میں چینا کے اکھاڑوں میں

قینہ کے بگاڑوں میں نینا کے بچاڑوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

پر جوش شرابوں میں پر سوز کبابوں میں

ہر رنگ گلابوں میں ہر کیف حبابوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

ہر لحن حجازی میں ہر نقش مجازی میں

ہر حسن طرازی میں ہر عشق نوازی میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

دل دوز نگاہوں میں دل سوز کراہوں میں

بے تاب تباہوں میں مہجور کی آہوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

صحرا کے غزالوں میں دریا کے اچھالوں میں
بطحا کے نرالوں میں طیبہ کے اجالوں میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
گنگوہ کے رہبر میں اجمیر کے دلبر میں
سرہند کے سرور میں کشمیر کے انور میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
برہاں میں کبیری میں میزاں میں اثیری میں
دحلاں میں جریری میں شاداں میں دبیری میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
اوضاع سریری میں اشجاع حریری میں
اشعار نظیری میں افکار نصیری میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
سلمہ میں فزاری میں عروہ میں غفاری میں
مسلم میں بخاری میں سالم میں بہاری میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
استاد کے ہنٹر میں صیّاد کے منتر میں
فصّاد کے نشتر میں جلاد کے خنجر میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
صندل میں چمیلی میں عطار میں نیلی میں
پھاٹک میں حویلی میں میرٹھ میں بریلی میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
دہلی کے رنگیلوں میں لکھنؤ کے چھبیلوں میں

کوکن کے نشیلوں میں صورت کے رسیلوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

بنگال کے بالوں میں لبنان کے لالوں میں

سوڈان کے کالوں میں گجرات کے گالوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

بچپن میں جوانی میں شاہی میں شبانی میں

آزاد بیانی میں پابند زبانی میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

زلفوں کی اسیری میں ماتھے کی لکیری میں

ثروت میں فقیری میں حلوے میں خمیری میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

تسبیح کے دانوں میں ترجیل کے شانوں میں

سجدے کے نشانوں میں خاموش فسانوں میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

تعبیر منامی میں تعطیر اُنامی میں

تفسیر تعالی میں تقریر کلامی میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

یونسؑ کے سفینے میں منصور کے سینے میں

حاتم میں نگینے میں طائف میں مدینے میں

میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

محراب میں منبر میں میزاب میں فلٹر میں

کم خواب میں کھدّر میں سیماب میں سلور میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
شمشاد میں شوشن میں آزاد میں ٹندن میں
نیپال میں لندن میں سسرال میں سمدن میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
ہر ماہ کے مہماں مین ہر قلب کے ارماں میں
ہر درد کے درماں میں ہر شاہ کے فرماں میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
لبیک صباحی میں منحر کی اضاحی میں
چھاگل میں صراحی میں مرکز میں نواحی میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
روزوں میں نمازوں میں عیدوں میں جنازوں مین
ریلوں میں جہازوں میں نازوں میں نیازوں میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
ذاکر میں مراقب میں زائر میں مصاحب میں
ناظر میں محاسب میں غافر میں معاقب میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲
اذکار نواوی میں آثار سخاوی میں
اسرار مناوی میں انظار طحاوی میں
میں نے تمہیں دیکھا ہے-۲

دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے

دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے ✪ طے جس کو کر رہا ہے دو دن کا یہ سفر ہے
دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے
باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے ✪ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے
آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے
ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے ✪ انجام سے پھر اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے
مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں
شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں ✪ دو گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے
یہ محل اونچے اونچے کچھ کام کے نہیں ہیں
یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں ✪ دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے
دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے
مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا ✪ اک دن یہاں تو اک دن ہے تجھکو جانا

مناجات

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتھم
شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی پاکستان

الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں ✪ سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں
بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے ✪ بھکاری وہ جسے حرص و ہوس سے مار ڈالا ہے
متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر ✪ سکون قلب کی پونجی ہوس بھینٹ چڑھوا کر
لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں ✪ سہارا لینے آیا ہوں ترے کعبے کے آنچل میں
گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ✪ ارادے مضمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ
کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی ✪ کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی

خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روسیاہی سے ✪ سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے

ترے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں ✪ تری چوکھٹ کے لائق پر عمل سے ہاتھ ہے خالی

تری چوکھٹ کے آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں ✪ نہیں جسکو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہون

یہ تیرا گھر ہے مہر دربار ہے مولی ✪ سراپا نور ہے اک مہبط انوار ہے مولی

یہ آنکھیں خشک ہیں یارب! نہیں رونا نہیں آتا ✪ سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا زباں

غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر ✪ خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر

وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے

از مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی[20]

پھر پیش نظر گنبد خضری ہے حرم ہے ✪ پھر نام خدا روضۂ جنت میں قدم ہے

پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ﷺ ہے ✪ پھر سر ہے مرا اور ترا نقش قدم ہے

محراب نبی ﷺ کہ کوئی طور تجلی ✪ دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے

پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے ✪ اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے

پھر بارگاہ سید کونیں ﷺ میں پہنچا ✪ یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے

یہ ذرۂ ناچیز ہے خورشید بداماں ✪ دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے

---

[20] মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ) ১৩১৪ হিজরী সনের শাবান মাসের ২১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ শফী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহঃ) কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৩২৫ হিজরীতে (১৯৯৮) খ্রিষ্টাব্দ) তিনি দেওবন্দে ভর্তি হন, তিনি ১৩৩৬ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন, তখন তার বয়স ২১ বছর ছিল। এরপর ১৩৩৭ হিজরীতে ১৯১৮/১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ)তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৩৫০ হিজরী সনে (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ) দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম বা প্রধান মুফতী নিযুক্ত হন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পিতৃভূমি দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তান চলে আসেন। তিনি ১৩৭০ হিজরীতে (১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) পাকিস্তানে দারুল উলুম করাচী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দেড়শত এর মত বই লেখেছেন। তাঁর বিশ্বখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মাআরিফুল কুরআন যা বহুল ভাষায় অনুবাদ হয়েছে যা তিনি সমাপ্ত করেন (উর্দূতে) তাঁর ইন্তেকালের চার বছর আগে। এই আলেমে দ্বীন ও মনীষী ১৩৯৬ হিজরী সনে শাওয়াল মাসের ১০ তরিখে ইন্তেকাল করেন।

ہر موئے بدن بھی جو زباں بن کے کرے شکر ✪ کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے
رگ رگ میں محبت ہو رسول ﷺ عربی کی ✪ جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے
وہ رحمت عالم ﷺ ہے شہ اسود واحمر ✪ وہ سید کونین ہے آقائے اُمم ہے
وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں ✪ مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے
دل نعمت رسول ﷺ عربی کہنے کو ہے بے چین ✪ عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے

وہ میرا نبی ﷺ ہے

(از حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب قاسمی مدظلہ)
ناظم اعلی جامعہ قاسم العلوم کٹیرہ ضلع مظفر نگر یوپی انڈیا

وہ جس کے لئے محفل کونین سجی ہے ✪ فردوس بریں جس کے وسیلے سے نبی ہے
وہ ہاشمی، مکی، مدنی العربی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے ✪ مخدوم ومربی ہیں وہی والیئ کل ہے
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
والشمس والضحی چہرۂ انور کی جھلک ہے ✪ واللیل ساجاگے سوئے حضرت کی لپک ہے
عالم کو ضیاء، جس کے وسیلے سے ملی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک ✪ منسوب ہے جس سے ورفعنالک ذکرک
جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
مزمل ویسین ومدثر وطہ ✪ کیا کیا نئے القاب سے مولی نے پکارا
کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
وہ ذات کے جو مظہر لولاکالما ہے ✪ جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے
اسراء میں امامت جیسے نبیوں کی ملی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
کس درجہ زمانہ میں تھی مظلوم یہ عورت ✪ پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت رفعت
وہ محسن وغم خوار ہمارا ہی نبی ہے ✪ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے

جوانان حفاظت اسلام سے

از قلم: محمد جنید بابو نگری
سیکرٹری جنرل: حفاظت اسلام، بنگلہ دیش

انتم الاعلون قرآن میں تمھاری شان ہے ✪ غم نہیں پروا نہیں جب قوت ایمان ہے
نعرۂ تکبیر سے دنیا ہلاتے جاؤ گے ✪ ہوں یہودی یا نصاری ڈر دکھاتے جاؤ گے
ہو تمھارا نعرہ ہر دم الجہاد والجہاد ✪ واقعات خندق وبدر واحد ہوں تم کم کو یاد
جاہد الکفار واغلظ ہی تمھارا کام ہے ✪ اور نبی الملحمہ تو مصطفیٰ کا نام ہے
اے جوانان: حفاظت " تم ہماری آرزو ✪ تم سے ہو دین الٰہی شاد کام وسرخرو
ایک دن مرنا ہے جب پھر لڑ کے کیوں مرتے نہیں ✪ نوجوانو! کیون شہادت کا مزہ لیتے نہیں
دشمنان دین سے لڑ کر پیو جام شہید ✪ رد باطل کے لئے ہو جاؤ آہن سا شدید
جذبۂ شوق شہادت ہے متاع زندگی ✪ بے شہادت زندگی پژمردگی شرمندگی
منتظر حوران جنت ہیں شہیدوں کے لئے ✪ جنت الماوے مزین ان سعیدوں کیے لئے
اے مجاہد نوجوانو تم سے قوموں کا ثبات ✪ جو تمھاری ہے شہادت وہ ہے قوموں کی حیات
رہ رو راہ وفا ہو ڈر نہیں کچھ غم نہیں ✪ دشمن دین سے جو گھبراتے وہ ہر گز تم نہیں
سنگ جو حائل ہیں رستے سے ہٹاتے جاؤ گے ✪ کفر کی، طاغوت کی شوکت مٹاتے جاؤ گے
پھول برساؤ گے یا تلوار اٹھاتے جاؤ گے ✪ بزم مہکاؤ گے یا خوں میں نہاتے جاؤ گے
کاخ قیصر اور کسری کو ہلا دو آن میں ✪ رامراجی کی حکومت کو مٹا دو آن مین
شان فاروقی وخالد پھر دکھا دو ایک بار ✪ خرمن باطل پہ پھر بجلی گرا دو ایک بار
زور حیدر جرأت حمزہ دکھاتے جاؤ گے ✪ دشمنوں کو موت کا شربت پلاتے جاؤ گے
فقر بوذر صدق سلمانی تمھاری شان ہو ✪ عزم صدیقی تمھارا جذبۂ ایمان ہو
نوجوانو! تم محمد مصطفے کے ہو سپاہ ✪ تم پہ ہو ہر ہر قدم میں رحمت حق کی نگاہ
تم مسلمان ہو سبق قرآن کا ہے تم کو یاد ✪ کفر سے، طاغوت سے لڑنا تمھاری ہے مراد
تم ہو راہ زندگی میں پھول بھی اور سنگ بھی ✪ داعیٔ امن واماں بھی، رہنمائے جنگ بھی

ظلم وجبر وجور سے تم برسرپیکار ہو ✪ رحمت وانصاف وحق کے تم علمبر دار ہو
کفر و باطل کا اندھیرا بڑھ رہا ہے چار سو ✪ کفر کے طوفان سے تھامو کشتیٔ اسلام کو
کشتیٔ اسلام کو مانع نہیں طوفان ہے ✪ کیوں تمہیں کچھ خوف ہو جب نوح کشتی بان ہے
ساری دنیا ہو مخالف کچھ نہ پھر نقصان ہے ✪ آیۂ: لا تحزنوا: ہی جب تمھاری شان ہے
آتش نمرود ظالم کو بجھاتے جاؤ گے ✪ نقشۂ باطل کو دنیا سے مٹاتے جاؤ گے
اہل حق جب جرأت ایمان دکھاتے جائیں گے ✪ اہل باطل ترس کھا کر تلملاتے جائیں گے
سوچ لو تم انقلاب آتا نہیں صندوق سے ✪ نوجوانو! کرلو جو کرنا ہے بس بندوق سے
عدل ہے رحمت ہے اور امن واماں ہے الجہاد ✪ اس کو دہشت مت کہو وہ دافع شر و فساد
مشرک وزندیق وکافر ششدر و حیران ہیں ✪ نوجوانو! لڑتے جاؤ صاف سب میدان ہیں
ظلمتیں ہونگی گریزاں جلوۂ خورشید سے ✪ یہ چمن پر نور ہوگا رونق توحید سے
ایک دن ساحل لگے گی کشتیٔ فتح وظفر ✪ نوجوانو! تم سے ہوگا باغ دین کا کروفر
سن لو سن لو: شپلا چتر: کے شہیدوں کا پیام ✪ گر نہوں خون جگر تو نقش ہیں سب ناتمام
خون: شپلا: کہہ رہا ہے گردش ایام سے ✪ قسمت بنگلہ ہے وابستہ فقط اسلام سے
لازمی ہے تم کو ہونا مخلص و تقوی شعار ✪ تب تو ہو جاؤ گے میدان عمل کا شہوار
ہو تمھارے سارے کاموں میں خلوص واتحاد ✪ اپنے قول وفعل میں ہر گز نہو کوئی تضاد
گفتگو میں نرم ہو اور جستجو میں گرم تم ✪ پھر نہو گا تم کو راہ زندگی میں پیچ وخم
رزم میں اور بزم میں ہو پاک دل اور پاکباز ✪ ہوں تمھاری سب ادائیں دلفریب ودلنواز
مشعل رہ ہو یقیں محکم، عمل پیہم، وفا ✪ فاتح عالم محبت، سوز دل، صدق وصفا
سود وسودا، مکر وفن سے ہو مکمل اجتناب ✪ ہو خلوص وجذب وشوق وکیف ومستی فتح باب
ختم کراب نالۂ دل اے جنید بے نوا ✪ اس بیاباں جنوں کی کیا ہے کوئی انتہا
یہ سمندر بے کراں ہے پار ہونا ہے محال ✪ چھوڑ دو بالکل غلط ہے پار ہونے کا خیال

ترانۂ دارالعلوم ہاٹہزاری[২১]

از قلم حضرت العلام مولانا جنید شوق بابونگری

(محدث دارالعلوم ہاٹہزاری)

علم وہنر کا مرکز یہ درسگاہ دیں ہے
مینارۂ تجلی گہوارۂ یقین ہے

ممتاز ہے جہاں میں یہ گلستاں ہمارا
شاخوں میں اس چمن کے ہے آشیاں ہمارا

سرچشمۂ ہدی یہ باغ جناں ہمارا
ملت کا ہے سہارا یہ پاسباں ہمارا

قطرہ یہاں سمندر شبنم یہاں ہے باراں
ہر گل یہاں چمن ہر ذرہ ہے ماہ تاباں

ہر فرد انجمن ہے ہر شخص اک ادارہ
ہر موج ایک دریا سورج ہے شرارہ

شرما گئی یہاں وہ خورشید کی کرن بھی
اس گلشن یقیں میں نادم ہے، یاسمن بھی

ذروں کے اس کے آگے مہتاب ہے پشیماں
مریخ سے ہے بڑھ کر ہر ذرہ اس کا تاباں

چمکا بہت جہاں میں اس "کوہ نور" کا نور
الحاد و کفر کی وہ ظلمت ہوئی ہے کافور

تعمیر ہے یہ ایسی فطرت ہے جس کا معمار
آواز اہل فطرت اٹھی یہاں سے سو بار

روشن جہاں میں کی ہیں علم و عمل کی شمعیں
پھیلی ہیں چار سو اس بحر کرم کی موجیں

---

[২১] তিনি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী থানার বাবুনগর গ্রামে এক আধ্যাত্মিক পরিবারে ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ ইং সনে হাটহাজারী মাদ্‌রাসা থেকে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেন, অতঃপর করাচীর জামেয়া বান্‌নূরী টাউন থেকে উলূমে হাদীস ২বৎসরে শেষ করেন। বর্তমানে তিনি হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় মেশকাত ও বুখারী শরীফের মত কিতাব দরস দান করছেন। (সূত্রঃ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র পৃষ্ঠা-১৭)

یہ رہبر جہاں، یہ مینارۂ صداقت
یہ پیکر شجاعت، یہ منزل عدالت
نور حجاز چمکا اس گوشۂ عجم میں
فیض مدینہ پھیلا اس مرکز حکم میں
بطحا کے رنگ و نکہت سے یہ چمن منوّر
اس کی فضا معطّر اس کی ہوا معنبر
کوفہ کی فقہ کا یہ جلتا ہوا دیا ہے
فیض امام اعظم اس سے ہمیں ملا ہے
اس مجلس جنوں کی دلق اویس زینت
زہرا کی چادر و بوذر کی گلیم برکت
اس بزم پر سکوں کی زینت اذاں بلالی
فکر شعورِ رازی تلقین آں غزالی
سوز و گداز رومی عرفاں شیخ جامی
اس بزمِ معرفت کا ہیں امتیاز سامی
تحقیق بدر عینی اتقان عسقلانی
اس باغ قاسمی کی عظمت کی ہیں نشانی
افکار شہ ولی اللہ کا یہ شمع پر تو
تجدید شیخ سرہندی کی یہاں سدا ضو
ایک ولولہ یہ سیّد احمد شہید کا ہے
بنگال میں یہ مرکز فقہ رشید کا ہے
امداد کی دعاء نیم شبی یہاں ہے
یعقوب کی بکائے نیم شبی یہاں ہے
فقہ عزیز و درس شبیّر و شاہ انور
اس مرکز علوم و افکار کے ہیں محور
عزم حسین احمد اس کے ضمیر میں ہے
پاکیزہ جوش اسمٰعیلی خمیر میں ہے
بے شک یہ تھانوی کا نخل مراد واراں
یہ مظہر علوم و اسرار اہل ایقاں

حضرت حبیب نے جو پودا یہاں لگایا
سارے جہاں کو اس نے اپنا ثمر کھلایا

یہ نقشۂ ضمیری یہ خانۂ فقیری
جھکتی ہے جس کے آگے وہ شاہی وہ امیری

عبدالحمید کی یہ اک یادگار تصویر
خواب جناب عبدالواحد کی سچّی تعبیر

صوفی عزیز کا یہ سرگرم اک مشن ہے
عشق سعید کا ایک دریائے موجزن ہے

یہ قلزم فیوض حافظ افاض دیں ہے
سارا جہاں جس سے شاداب بالیقیں ہے

یہ میکدہ ہے کیا یہ ایک نقش عبدوھّاب
سیکھے ہیں جن سے دنیا نے بزم مے کے آداب

انوار فیض سے ہے پرنور جام صدّیق
مینائے فیض سے ہے بھرپور جام صدّیق

اخلاص و درد و سوز الیاس کا ہے اک باب
فکر فلاح امّت میں ہے سدا یہ بیتاب

فیض خلیل و بلیوی ہے یہاں درخشاں
انوار بوالحسن اور عبدالجلیل تاباں

یہ جوئے فیض ابراھیم وافاض دین ہے
سارا جہاں جس سے شاداب بالیقین ہے

بہتا رہا ہے یہاں جو بحر علوم انور
احسان ہے وہ نذیر و یعقوب کا سراسر

نفحاتِ عبدقیّوم اس کا منار عظمت
حسن نظام حامد اس نشان زینت

احمد شفیع سے ہے اس کا وہ کرّ و فر آج
سارے جہاں میں ان کے دم سے یہ نامور آج

احمد حسن امین وہارون اسکے میے نوش
یوسف ابوالفرح نور اس مے سے مست و مدہوش

عبدالودود یونس پھل پھول اس چمن کے
چمکے ہیں خوب جن سے آثار علم و فن کے
فیض احمد الحق کی وہ مہک یہاں ہے
عبدالعزیز کے جلووں کی جھلک یہاں ہے
یہ زندہ یادگار انفاس بوالحسن ہے
نادر کی جِد وجہد و تقوٰی کا بانکپن ہے
روشن ضمیر دم سے حافظ کا عام مینا
اس جام سے برابر بہتی رہی ہے صہبا
نور محمّدی کے انوار ہر طرف ہیں
فیض علی کے رخشاں آثار ہر طرف ہیں
یہ ساقیان عالم اس خمکدہ کے رنداں
جن کے فیوض دم سے سارا جہاں ہے تاباں
بزمِ سخن کا بلبل ارماں قاسمی ہیں
علم وادب کا اک گل ارماں قاسمی ہیں
تم کو بتاؤ آخر دارالعلوم کیا ہے
اک پیکرِ صداقت اک منزل وفا ہے
اک قلبِ دردمند اور اک فکر پارسا ہے
مردانِ باخدا کی آنسو بھری دعا ہے
یہ نور اور چمکے، یہ شجرہ اور پھیلے
ان اہل درد کی یہ آواز اور گونجے
روشن رہے ابد تک اسلاف کا یہ کردار
پورا ہو یا خدایا یہ شوق جنید ناکار

ترانۂ دارالعلوم دیوبند[۲۲]

از حضرت العلّام مولانا ریاست علی بجنوریؒ (محدّث دارالعلوم دیوبند)

(۱) یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

(۲) خود ساقیِ کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں
تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں

(۳) جو وادیٔ فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں
ہستی کے صنم خانوں کیلئے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں

(۴) برسا ہے یہاں وہ ابر کرم اٹھا تھا جو سوئے پشرب سے
اس وادی کا سارا دامن سیراب ہوا جوئے پشرب سے

(۵) کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفاں یہاں رک جاتے ہیں
اس کاخِ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

(۶) ہر بوند ہے جس کی امرت جل یہ بادل ایسا بادل ہے
سوسا گر جس سے بھر جاہیں یہ چھاگل ایسا چھاگل ہے

(۷) مہتاب یہاں کے ذرّوں کو ہر رات منانے آتا ہے

---

[۲۲] তিনি ভারতের বিজনূরে ১৩৫৮ হি. তে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৭ হি. তে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেন। তিনি অনেক বড় সাহিত্যিক ও কবি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দীস ছিলেন। তারানায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ নামে গাওয়া তাঁর কবিতাটি দেওবন্দের ইতিহাসের বড় বড় কবি যেমন কবি জিগর মুরাদাবাদী, কবি আকবর ইলাহ আবাদী (র.) প্রমুখ কবিদের দেওবন্দের শানে গাওয়াা সমস্ত কবিতাকে উপেক্ষা করে মকবুলিয়্যাতের মাক্বাম অর্জন করে নিয়েছেন। তাইতো বর্তমানে দেওবন্দের যত জলসা সেমীনার হয় সর্বপ্রথম তাঁর তারানা দিয়েই শুরু হয়। হায়! এই কিতাবের প্রথম মুদ্রণের সময় হযরত আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, আজ ২৩শে শা'বান ১৪৩৮ হিজরী ২০শে মে, ২০১৭ ঈসায়ী শনিবার হযরত আমাদের ছেড়ে আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। (সূত্রঃ আল বুদূরুল মুযিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ৩২৯, মাসিক আল কাওছার রমজান সংখ্যা)

خورشید یہاں کے غنچوں کو ہر صبح جگانے آیا ہے

(۸) یہ صحن چمن ہے ہر کھارت ہر موسم ہے ہر سات یہاں

گل بانگ سحر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں

(۹) اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی

اس بام حرم سے گونجی ہے سو بار اذاں آزادی کی

(۱۰) اس وادیٔ گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے

جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر معانی کہلایا ہے

(۱۱) جو شمعِ یقین روشن ہے یہاں وہ شمع حرم کا پرتو ہے

اس بزم ولی اللّٰہی میں تنویر نبوّت کی ضو ہے

(۱۲) یہ مجلس مے وہ مجلس ہے خود فطرت جس کی قاسم ہے

اس بزم کا ساقی کیا کہیے جو صُبح ازل سے قائم ہے

(۱۳) جس وقت کسی یعقوب کی لے اس گلشن میں پڑھ جاتی ہے

ذرّوں کی ضیاء خورشید جہاں کو ایسے میں شرماتی ہے

(۱۴) عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچّا صاف عمل

آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل

(۱۵) یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیّار ہوئے

اس خاک کے ذرّے ذرّے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے

(۱۶) ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامۂ گیر و دار یہاں

شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کیلئے تلوار یہاں

(۱۷) رومی کی غزل رازی کی نظر غزالی کی تلقین یہاں

روشن ہے جمالِ انور سے پیمانۂ فخر الدین یہاں

(۱۸) ہر رند ہے ابراھیم یہاں ہر میکش ہے اعزاز یہاں

رندانِ ہدی پر کھلتے ہیں تقدیس طلب کے راز یہاں

(۱۹)ہیں کتنے عزیز اس محفل کے انفاس حیات افروز ہمیں
اس سازِ معانی کے نغمے دیتے ہیں یقیں کا سوز ہمیں

(۲۰)طیبہ کی مئے مرغوب یہاں دیتے ہیں سفالِ ہندی میں
روشن ہے چراغِ نعمانی اس بزم کمال ہندی میں

(۲۱)خالق نے یہاں اک تازہ حرم اس درجہ حسین بنوایا ہے
دل صاف گواہی دیتا ہے یہ خلدِ بریں کا سایہ ہے

(۲۲)اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک
ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک

(۲۳)سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو
یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو

(۲۴)جو صبح ازل میں گونجی تھی فطرت کی وہی آواز ہیں ہم
پروردۂ خوشبو غنچے ہیں گلشن کیلئے اعجاز ہیں ہم

(۲۵)اس برق تجلی نے سمجھا پروانۂ شمع نور ہمیں
یہ وادیٔ ایمن دیتی ہے تعلیم کلیم طور ہمیں

(۲۶)دریائے طلب ہو جاتا ہے ہر میکش کا پایاب یہاں
ہم تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں مے نوشی کے آداب یہاں

(۲۷)بلبل کی دعا جب گلشن میں فطرت کی زباں ہو جاتی ہے
انوار حرم کی تابانی ہر سمتِ عیاں ہو جاتی ہے

(۲۸)امداد، ورشید، واشرف، کا یہ قلزمِ عرفاں پھیلے گا
یہ شجرۂ طیّب پھیلا ہے تا وسعتِ امکاں پھیلے گا

(۲۹)خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا
یہ نور ہمیشہ چمکا ہے یہ نور برابر چمکے گا

(۳۰)یوں سینۂ گیتی پر روشن اسلاف کا یہ کردار رہے
آنکھوں میں رہیں انوار حرم سینہ میں دل بیدار رہے

তারানায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের অক্ষম গদ্যানুবাদ

তারানায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের অনুবাদ সত্যিকার অর্থে খুবই কঠিন।
কবি তাঁর কবিতায় উপমা উৎপ্রেক্ষা খুব বেশি ব্যবহার করেছেন।
অনুবাদটি করেছেন হযরত মাওলানা কাজী মু'তাছীম বিল্লাহ সাহেব রহ.।
তিনি পূর্ণকবিতার অনুবাদ করেননি।
তাই ক্রমিক নাম্বার হিসেবে নিম্নে দেয়া হল

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি সবই তো এ হিন্দোলায় দোল খেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই তো এ দারুল উলূম মানবেতিহাসের এক উজ্জলতম অধ্যায় হয়ে আছে, (সত্য-সংগ্রামে) এখানে প্রতিটি পুষ্প জ্বলন্ত অগ্নিকণায় পরিণত হয়ে যায়। প্রতিটি উঁচু বৃক্ষ এখানে সত্য-সংগ্রামের আযান-ধ্বনির মিনার চূড়ার রূপ ধারণ করে।

(২) এ শরাবখানার ভিত রেখেছেন স্বয়ং সাকীয়ে কাওসার সা., ইতিহাসের পাতায় খোদাপ্রেমিকদের উপাখ্যান রচিত হয়েছে এ প্রেম নিকেতনে।

(৩) (মক্কা মুকাররমার) ফারান উপত্যকা থেকে একদা যে তাকবীর ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল এখানে এসে সেই তাকবীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হয়েছে, মানুষ গড়ার কারখানাসমূহের জন্য এখানে সর্বদা নিরাপদ হরম তৈরি হয়েছে।

(৫) (এখানে বীরদের পদচারণায়) কঠিন পার্বত্য-ভূমি নিচুতে দেবে যায় (অন্যায় অসত্যের) প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু এখানে এসে থেমে যায়, ফকীরদের এ পর্ণকুটিরের সামনে রাজা বাদশাগণের প্রাসাদ সসম্ভ্রমে নোয়ায় শির।

(৮) এ পুষ্পোদ্যানের ভূমি সর্বদা বর্ষাকালের ন্যায় সজীব-শ্যামল, প্রতিটি ঋতুই নিয়ে আসে এখানে বর্ষাকালের সজীবতা। ঊষার আগমন-ধ্বনি এখানে শ্রাবণের আঝোরধারার রাতে পরিণত হয়।

(৯) ইসলামের এ কেন্দ্রভূমি হতে স্বাধীনতার পবিত্র আহবান পনঃপুনঃধ্বনিত হয়েছে, হরমের এ উঁচু চূড়ায় আযাদীর আযান শত শত বার উচ্চারিত হয়েছে।

(১১) জীবনবোধের যে ঈমান-ইয়াকীনের প্রদীপ জ্বলিছে হেথায়, সেতো হরম শরীফের প্রদীপ্ত ভাস্করের আলোকচ্ছটা অবশ্যই। (শাহ) ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর মজলিসের রৌশনী, নূরে নবুয়তের উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত।

(১২) স্বয়ং কাসিম রহ. প্রেম শরাবের মজলিসের ব্যবস্থাপক ও বিতরণকারী, এ শরাবের মাহফিলের সাকী (কী আর বলি?) অনাদিকালের ঊষা-লগ্ন হতে শরাব বিতরণ করে চলেছে।

(১৪) (হাজী) আবীদ হুসাইনের ইয়াকীন-বিশ্বাস, সাইয়্যিদ জাদাদের নির্মল ও পবিত্র কর্ম-প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, তুমি বল, প্রেম ও নিষ্ঠার এরুপ শ্বেত-শুভ্র তাজমহল কোন চক্ষু কোথায় দর্শনে সার্থক হতে পেরেছে?

(১৫) সাহসী বীরের এ কারখানায় বীরশ্রেষ্ঠ মাহমুদ হাসান রহ. অগণিত জন্ম নিয়েছে, এ পূণ্য ভূমির প্রতিটি বালুকণা কী পরিমাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে!

(১৬) সংশপ্তক বীর হুসাইন আহমদ রহ. এর আলোচনার ফাঁসির মঞ্চ ও জেলখানার নির্জন-আধার কুটিরের চর্চাই হতে থাকে এখানে সর্বদা, এ বীরের আবাসভূমিতে বৃক্ষের নরম লিকলিকে শাখা শাণিত তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

(১৭) মাও. রুমীর মারেফতী গযল, ইমাম রাযীর যুক্তি-তর্ক ইমাম গাযালীর উপদেশামৃত, আনোওয়ার শাহ রহ. এর জ্ঞান-ভান্ডার বাহি ফখরুদ্দীন রহ. এর পানপাত্রে উথলিয়া উঠিতেছে এখানে,

(২২) এ পাগলাগার হতে শত শত পাগলের দল কত শত পথেই জান্নাতে গিয়ে আবাস বানিয়ে নিয়েছে, ফুল বাগানের ঘেরা-দেয়াল, জেলখানার উঁচু প্রাচীর সর্বমুখে আমাদের কাহিনী আলোচিত হতে থাকে।

(২৩) দেশ-মাতৃকার আলু-থালু অবিন্যস্ত কেশরাশি বিন্যস্ত করে কবরী ও বেনী বেঁধে দিয়েছি আমরাই, এ পাগলের দলই বলবেঃ আমরা কী দিতে পেরেছি বিশ্ববাসীকে।

(২৪) অনাদি কালের প্রথম প্রহরে মানব প্রকৃতিতে যে আহবান সাড়া জাগিয়েছিল, সে পাদ্যানে পুলক আওয়াজ তো আমরাই ছিলাম, ফুলের কলিতে লুকায়িত গন্ধ তো আমরাই, আমরাই পুষ্পোদ্যানে পুলক বিস্ময় জাগিয়াছি।

(২৭) মানুষের কথা বুলবুলের গান হয়ে যখন ফুলের বাগান মাতিয়ে তোলে, তখন হরমের নূরানী আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

(২৮) ইমদাদুল্লাহ রহ. রশীদ আহমদ রহ. আশরাফ রহ. এর মারেফাতের এ গভীর সমুদ্র বিস্তার লাভ করতে থাকবে এ তাইয়্যিব রহ. বৃক্ষ ঊর্ধাকাশে মাথা তুলে দাড়িয়েছে, সম্ভাবনার প্রান্তসীমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

(২৯) আহমদ ﷺ এর দীনের এ প্রদীপ্ত ভাস্কর দিকচক্রবালকে আলোকিত করে তুলবে, এ আলো সব সময় প্রজ্জ্বলিত ছিল, এ নূর সর্বদা বিরামহীনভাবে চমকাবে।

(৩০) মহান পূর্বসূরীদের এ অতুলনীয় কীর্তি ভূ-পৃষ্ঠে উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল হতে থাকুক, নয়নে জ্বলুক হরমের নূর, বুকের মাঝে জাগ্রত থাকুক পবিত্র হৃদয়-আত্মা। আমীন!!

الادعية المسنونة

মাসনূন দো'আসমূহ

اَستَغْفِرُاللّٰهَ تين مرتبه

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ايك مرتبه

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ايك مرتبه

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سات مرتبه

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ دس مرتبه

اٰيَةُ الْكُرْسِيْ ايک مرتبه

تسبيح فاطمي: تيتيس مرتبه سُبْحَانَ اللّٰهِ

تيتيس مرتبه اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ چوتيس مرتبه اَللّٰهُ اَكْبَرُ

تين قل: سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ تين مرتبه

سُوْرَةُ الْفَلَقِ تين مرتبه سُوْرَةُ النَّاسِ تين مرتبه

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّ رَسُوْلًا تين مرتبه

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ تين مرتبه

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ايک مرتبه

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سات مرتبه

اَعُوْذُبِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ تین مرتبه

اسکے بعد ایک مرتبه سورۂ حشر کی آخری تین آیات

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ایک مرتبه

سُبْحَانَ اللّٰهِ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَآءَاللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْماً ایک مرتبه

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِوَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ایک مرتبه

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ / اَمْسَيْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهِ لَااِلٰهَ اِلَّااَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ چار مرتبه

اَللّٰهُمَّ مَااَصْبَحَ / اَمْسٰى بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْبِاَحَدٍمِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ایک مرتبه

سُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ ایک مرتبه

درود شریف دس مرتبه (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

فجر کی بعد خاص ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْماًنَافِعاً وَّعَمَلاًمُّتَقَبَّلاً وَّرِزْقاً طَيِّباً چار مرتبه

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَخَلْقِهٖ وَرِضَانَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَكَلِمَاتِهٖ تین مرتبه

مغرب کے بعد خاص ہے: اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ تین مرتبه

سورۂ یس کی تلاوت ، فجر کی بعد

سورۂ واقعه کی تلاوت، مغرب کی بعد

মাসনুন দুআ সমূহের ফজিলত

(১) استغفر الله.

ফজিলত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করাকে আঁকড়ে ধরে সব ধরনের সংকীর্ণতা ও জটিলতা থেকে নিষ্কৃতির পথ আল্লাহ তাকে বের করে দেন এবং সব ধরনের চিন্তা পেরেশানি থেকে তাকে স্বস্তি দান করেন তার জন্য এমন স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করে না।

(সুনানে আবু দাউদ পৃষ্ঠা ২১২)

(২) اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর উক্ত দুআটি পড়তেন। (মুসলিম ২১৩ খণ্ড ১)

(৩) لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيئ قدير.

ফজিলত : ফজিলত " যে ব্যক্তি উক্ত দুআটি প্রত্যেক নামাজের পর পড়বে তা তার গুনাহের কাফফারা হবে যদিও সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মুসলিম পৃষ্ঠা ২১৯ খণ্ড ১)

(٤) اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد.

ফজিলত : হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর উক্ত দোয়াটি পড়তেন। (বুখারী পৃষ্ঠা ৯৩৭ ও ১০৭

(৫) اللهم اجرني من النار .

ফজিলত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি মাগরিবের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি ৭ বার পাঠ করবে অতঃপর সে যদি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে তদ্রুপ ভাবে যদি ফজরের নামাজের পর ৭ বার পাঠ করে এবং সেই দিন সে মারা যায় তবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। (আবু দাউদ ৬৯৩)

(٦) لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شيئ قدير

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর উক্ত দোয়াটি পড়বে তার দশটি নেকী বৃদ্ধি পাবে দশটি গুনাহ মাফ হবে এবং ১০ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে শয়তান এবং সমস্ত খারাপ জিনিস থেকে মুক্তি পাবে।

(তিরমিজি শরিফ ১৮৫ খণ্ড২)

(٧) اية الكرسي.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে তার জান্নাতে প্রবেশ হতে আর কোনো বাধা থাকবে না। (আল মুজামুল কাবীর হাদিস ৭৪০৮)

(٨) تسبيح فاطمي.

ফজিলত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হলো সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ।

(মুসলিম শরীফ ৩৫১ খণ্ড ২)

(٩) سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি উক্ত সুরা গুলো সকাল-সন্ধ্যায় তেলাওয়াত করবে তা তার সকল কাজের জন্য যথেষ্ট হইবে। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ৬৯৩)

(١٠) رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا وسولا.

ফজিলত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার উক্ত দোয়াটি পড়বে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ২১৪)

(١١) بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকাল উক্ত দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে তাকে কোনো ক্ষতিকারক বস্তু ক্ষতি করতে পারবেনা। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ৬৯৪)

(١٢) سيد الاستغفار.

ফজিলত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বোখারী পৃষ্ঠা ৯৩৬

(١٣) حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ফজিলত : যে ব্যক্তি উক্ত দোয়াটি সকাল বিকাল সাতবার পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া ও আখেরাতে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবে।

(আবু দাউদ পৃষ্ঠা ৪৪১৮)

(١٤) اعوذ با الله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত দোয়াটি এবং সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করে তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা দোয়া করে এবং তার শহীদি মৃত্যু নসিব হবে।

(মুসনাদে আহমদ ১৯৪১৯)

(١٥) يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلحلي شاني كله ولا تكلني الي نفسي طرفة عين.

ফজিলত : হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যখন কোন ব্যক্তির পেরেশানি আসতো তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উক্ত দোয়াটি পড়তে আদেশ করতেন এবং হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কে সকাল বিকাল উক্ত দোয়াটি পাঠ করার নির্দেশদিয়েছেন। (তিরমিজি পৃষ্ঠা ১৯২ খণ্ড ২)

(١٦) سبحان الله لا قوة الا با الله ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن اعلم ان الله علي كل شيئ قدير وان الله قد احاط بكل شيئ علما.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সকাল বিকাল উক্ত দোয়াটি পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজতে রাখবেন।

(আবু দাউদ পৃষ্ঠা ৬৯২)

(١٧) اللهم اني اعوذبك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبت الدين وقهر الرجال.

ফজিলত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত দোয়াটি পড়বে আল্লাহ তাআলা তার সকল পেরেশানি দূর করে দিবেন এবং তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ২১৭)

(١٨) اللهم اني اصبحت/امسيت اشهدك واشهد حملت عرشك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت ان محمدا عبدك ورسولك.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সকাল বিকাল উক্ত দোয়াটি পড়বে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত শরীরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন। (আবু দাউদ ৬৯১)

(١٩) اللهم ما اصبح /ا مسي بي من نعمة او باحد منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

ফজিলত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত দোয়াটি পড়বে তার দিবা-রাত্রির নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় হবে। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ৬৯২)

(٢٠) فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي و يحي الارض بعد موتها وكذالك تخرجون.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করবে তার যে আমলগুলো ছুটে গেছে তা তার ক্ষতিপূরণ হবে। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ৬৯২)

(٢١) درود شريف.

ফজিলত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর সকাল-সন্ধ্যায় ১০ বার দুরুদ শরীফ পড়বে কেয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার

উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি গুনাহ মাফ করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (নাসায়ী শরীফ পৃষ্ঠা ১৪৫

(২২) اللهم اني اسئلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

ফজিলত : হযরত উম্মে সালমা রযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাজের পর উক্ত দোয়াটি পড়তেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস ৯১৫)

(২৩) سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ফজিলত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন বেশি বেশি দুরুদ পড়া দরকার কেননা এগুলোর মিজানের পাল্লায় অধিক ভারী এবং আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয়। (আবু দাউদ পৃষ্ঠা ২১০ খণ্ড ১)

(২৪) اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

ফজিলত : রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি উক্ত দোয়াটি পড়বে সেই সকল কষ্টদায়ক জিনিস থেকে মুক্ত থাকবে (মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা ৩৪৭ খণ্ড ২)

(২৫) سورة يس.

ফজিলত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি দ্বীনের শুরুতে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে তার যাবতীয় হাজাত পূর্ণ হবে এবং দশবার কুরআন তেলাওয়াত করার সওয়াব পাবে।

(তিরমিজি শরিফ ১১৬ খণ্ড ২)

(২৬) سورة واقعة.

ফজিলত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে সে অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। (মিশকাত শরীফ ২১১৮)

(২৭) سورة الملك.

ফজিলত : যে ব্যক্তি সুরা মুলুক তেলাওয়াত করবে তার গুনাহ ক্ষমা হওয়া পর্যন্ত উক্ত সূরা তার জন্য মাগফেরাত করতে থাকবে।

(তিরমিজি শরীফ পৃষ্ঠা ১১৭)

(١) عن ابن عباس رضي الله عنه انه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب (ابو داود شريف صفحه ٢١٢ مكتبة الاشرفية بدوبند)

(٢) عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قال الوليد فقلت للاوزاعي كيف الاستغفار قال تقول استغفر الله استغفر الله (مسلم ٢١٨ جلد ١ اشرفيه)

(٣) عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين وحمد الله ثلاثا و ثلاثين و كبر الله ثلاثين فتلك تسعة و تسعين و قال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر (مسلم ٢١٨ جلد ١ اشرفيه)

(٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بخاري ٩٣٧ جلد ٢ ١١٧ جلد ١ مسلم ٢١٨ جلد ١ اشرفية)

(٥) عن مسلم ابن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اسر اليه فقال اذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم اجرني من النار سبع مرات فانك اذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها و اذا صليت الصبح فقل كذلك فانك ان مت في يومك كتب لك جوار منها اخبرني ابو سعيد عن الحارث انه

قال اسرها الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نخص اخواننا بها (ابو داود ٦٩٣ جلد ٢ اشرفيه)

(٦) عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر و هو ثان رجليه قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات و محيط عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب ان يدركه في ذالك اليوم الا الشرك بالله هذا حديث حسن صحيح (ترمذي ١٨٥ جلد ٢ اشرفيه)

(٧) عن محمد ابن زياد الهاني قال سمعت ابا امامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاه مكتوبة لم يمنع من دخول الجنه الا الموت (المعجم الكبير ٧٤٠٨) روي ابو داود عن ابي بن كعب من غير وجه اخر (ابوداود ٢٠٦ مسلم ٢٨١ جلد ١ اشرفيه)

(٨) عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باحب الكلام الى الله قلت يا رسول الله اخبرني باحب الكلام الى الله فقال ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده (مسلم ٣٥١ جلد ٢ بخاري ١١٦ ترمذي ١٧٨ جلد ٢ اشرفيه)

(٩) عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه انه قال خرجنا في ليلة مطر و ظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فادركناه فقال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فقلت ما اقول يا رسول الله قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي و حين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء (ابو داود ٦٩٣ جلد ٢ روي ترمذي عن عائشة من غير وجه اخر ١٧٧ جلد ٢ اشرفيه)

(١٠) عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله وجبت له الجنه (ابو داود ٢١٤ جلد ٢) عن ابي سلام عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال رضيت بالله ربا الى آخره حين يمسي ثلاثا وحين يصبح ثلاثا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه مسند احمد ١٨٢٠٠ ابوداود ٦٩٢ جلد ٢ وروي ترمذي عن ثوبان رضي الله عنه ١٧٦ جلد٢ ابن ماجه ٢٧٦ اشرفيه)

(١١) عن ابان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجاة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجاة بلاء حتى يمسي (ابو داود ٦٩٤ جلد ٢ ترمذي ١٧٦ جلد٢ اشرفيه)

(١٢) عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه (بخاري ٩٣٦ ابوداود١٩١ جلد١ ترمذي١٧٦ جلد٢ اشرفيه)

(١٣) عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من قال اذا اصبح واذا امسى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما اهمه صادقا كان بها او كاذبا (سنن ابي داود ٤٤١٨ مكتبة الشاملة)

(١٤) عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ لثلاث ايات من اخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسي ان مات في ذلك اليوم مات شهيدا و من قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة (مسند احمد ١٩٤١٩)

(١٥) عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت انس بن مالك ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت ياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (المستدرك على الصحيحين ١٩٥٨) وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امره يا حي يا قيوم برحمتك استغيث (هذا حديث غريب ترمذي ١٩٢ جلد٢ اشرفيه)

(١٦) عن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه ان امه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ان بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة الا بالله ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فانه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح (ابو داود ٦٩٢ اشرفيه)

(١٧) عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذاهو برجل من الانصار يقال له ابو امامة فقال يا ابا امامة مالي اراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال افلا عن قال اعلمك كلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت بلي يا رسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فعلت ذلك فاذهب الله عز وجل همي وقضي عني ديني (ابو داود ٢١٧ جلد١ اشرفيه)

(١٩) عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح او يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت ان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين اعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثا ارباعه فان قالها اربعا اعتقه الله من النار (ابو داود ٦٩١ جلد٢ اشرفيه)

(١٩) عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد ادي شكر ليلته (سنن ابوداؤد ٦٩٢ جلد٢ اشرفيه)

(٢٠) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ادرك ما فاته في يومه ذلك ومن

قال لهن حين يصبح وحين يمسي ادرك ما فاته في ليلته (ابو داود٦٩٢جلد٢ اشرفيه)

(٢١) عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات (سنن نسائي ١٤٥ جلد١ابوداؤد٢١٤ جلد١ اشرفيه)

وفي رواية من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه (فيض القدير ٨٨١١)

(٢٢) عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا (سنن ابن ماجه ٩١٥)

(٢٣) عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويريه وكان اسمها برة فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال لم تزالي في مصلا ك هذا قالت نعم قال قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لووزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سنن ابوداود٢١٠ جلد١ مسلم٣٥٠ جلد٢ اشرفيه)

(٢٤) عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت خوله بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك (مسلم ٣٤٧جلد٢ اشرفيه)

(٢٥) عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلباً وقلب القران يأسين ومن قرأ يأسين كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات هذا حديث حسن غريب (ترمذي ١١٦ جلد٢ اشرفيه)

و عن عطاء بن ابي رباح قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرا(يس) في صدر النهار قضيت حوائجه رواه الدارمي مرسلا (مشكاة ٢١٧٧)

(٢٦) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا و كان ابن مسعود يأمر بناته يقران بها في كل ليلة رواه البيهقي في شعب الايمان (مشكاة ٢١٨١)

(٢٧) عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سورة من القران ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك هذا حديث حسن (ترمذي ١١٧ جلد ٢ اشرفيه)

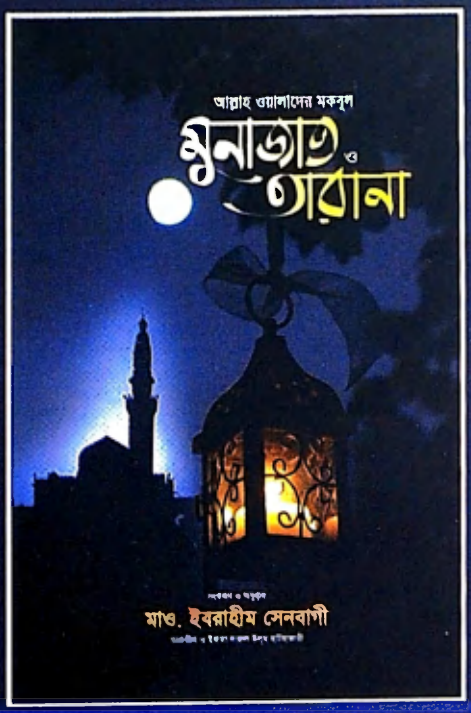

প্রচ্ছদ : শিহাব মাসরুর, ০১৮ ২৪-৮৭৪৯৯২

পরিবেশনায়

مكتبة الاتحاد

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩